ভালোবাসার কাছে আত্মনতজানু আমি

এ কে শেরাম

মানুষ ভালোবাসার সন্তান। মানুষের জীবন জুড়ে ছড়িয়ে আছে ভালোবাসারই নানাবিধ প্রকাশ। তাই-তো মানুষ ভালোবাসে প্রকৃতিকে, নারী ও নিসর্গকে। ভালোবেসে কেউ কেউ কবিতা লিখেন। তারাই কবি। এ কে শেরামের কবিতায় আমরা এই সরল সত্যের অনুরণন দেখি। তিনি ভালোবাসেন কবিতাকে, ভালোবাসার মানুষদের জন্যে তাই লিখেন ভালোবাসার কবিতা। তিনি বলেন,

'আমার এখন একটিই পথ,
একটিই গন্তব্য আমার।
আমার সমস্ত পথ এখন ভালোবাসার অভিমুখী'।

আবার অন্যত্র বলেন,

' তবু, ভালোবাসাই আমার প্রাণদ বিশ্বাস,
তবু, ভালোবাসাই আমার বেঁচে থাকার অনন্ত অনুপ্রেরণা।

ভালোবাসার কাছে জন্মনতজানু আমি
আজন্ম বাঁধা পড়ে আছি এক অপরিশোধ্য ঋণে।'

সত্তরতম জন্মদিন উপলক্ষে কবি এ কে শেরাম সত্তরটি কবিতার অর্ঘ্য দিয়ে সাজিয়েছেন 'ভালোবাসার কাছে জন্মনতজানু আমি' এই কাব্যগ্রন্থটি। গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলোর অধিকাংশই ভালোবাসার কবিতা, ভালোবাসার মানুষদের জন্য রচিত। এই কবিতাগুলো পাঠে কবির মতোই পাঠকসমাজও নিমেষেই হবেন ভালোবাসার কাছে আমুণ্ড-সমর্পিত।

প্রচ্ছদ : শামীম আরেফীন

CamScanner

ভালোবাসার কাছে জন্মনতজানু আমি

এ কে শেরাম

CamScanner

ভালোবাসার কাছে জন্মনতজানু আমি ■ এ কে শেরাম

স্বত্ব : লেখক
প্রথম প্রকাশ : ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২২
প্রচ্ছদ : শামীম আরেফীন

— পরিবেশক —

কথা, চিবিমা, কহরদরিয়া, স্বরূপ
ত্রিপুরা বাণী প্রকাশনী – ত্রিপুরা
ধ্যানবিন্দু – কলকাতা
কামাখ্যা বুক এজেন্সী, আসাম

— অনলাইন —

teuribooks.com
teuri.net
rokomari.com

তিউড়ি প্রকাশনা— ১১০

ISBN 978-984-424-031-5

Valobasar Kachhe Jonmonotojanu Ami–Collection of poems by A K Sheram
প্রকাশক: তিউড়ি প্রকাশন, সেক্টর-৮, উত্তরা, ঢাকা ॥ দূরালাপন: ০১৯৫৩০০৬৫২৪ ॥ ইমেইল: teuriprokashon@gmail.com ॥ মুদ্রণ: তিউড়ি প্রিন্টার্স, ঢাকা ॥ মূল্য: ৳ ১৭৫.০০ টাকা (বাংলাদেশ), $ ৯.০০ ডলার (আন্ত:)।

CamScanner

উৎসর্গ

কেয়ামনি সিনহা

আমার নাতনি, একান্ত প্রিয়জন
আমার কাছে যে এক বিস্ময়-বালিকা

CamScanner

লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থ

মণিপুরি ও বাংলা ভাষায় মোট গ্রন্থ: ৩৮টি

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ

১. চৈতন্যে অধিবাস; ১৯৮৮ (বাংলা কবিতা); সনাতন সাহিত্য আশ্রম, কমলগঞ্জ।

২. বাংলাদেশের মণিপুরী কবিতা (সম্পাদনা); ১৯৯০ (বাংলা অনুবাদসহ মণিপুরী কবিতার সংকলন); দ্বিতীয় সংস্করণ–২০১১; বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদ, সিলেট।

৩. মণিদীপ্ত মণিপুরী ও বিষ্ণুপ্রিয়া বিতর্ক–ইতিহাসের দর্পণে দেখা; ১৯৯৩ (মণিপুরী বিষয়ক গবেষণাধর্মী গ্রন্থ); বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদ, সিলেট; ২য় সংস্করণ, ২০২১; তিউড়ি, ঢাকা।

৪. বাংলাদেশের মণিপুরী : ত্রয়ী সংস্কৃতির ত্রিবেণী সঙ্গমে; ১৯৯৬ (মণিপুরী বিষয়ক প্রবন্ধ); আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

৫. প্রেমে-অপ্রেমে আছি, আছি দ্রোহী চেতনায়; ২০১০ (বাংলা কবিতা); ঘাস প্রকাশন, সিলেট।

৬. এস ভানুমতি দেবীর নির্বাচিত কবিতা; ২০১১ (মণিপুরী কবিতার বাংলা অনুবাদ ও সম্পাদনা); উৎস প্রকাশন, ঢাকা।

৭. মৈরা পাইবী; ২০১১ (বাংলা ভাষায় রচিত মণিপুরী ইতিহাস ও ঐতিহ্য আশ্রিত ভ্রমণ-উপন্যাস); অনন্যা, ঢাকা।

৮. অন্যস্বর : নির্বাচিত মণিপুরী কবিতা; ২০১১ (বাংলা অনুবাদ ও সম্পাদনা); কথামেলা প্রকাশন, ঢাকা।

৯. পথভ্রষ্ট পথিক; ২০১৩ (মণিপুরী ভাষার উপন্যাস 'লম্মাঙনবা'র বাংলা অনুবাদ); আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

১০. শুধু তোমারই জন্যে; ২০১৪ (কবিতা); বৃন্দস্বর, সিলেট।

১১. মণিপুরী ভাষা; ২০১৪ (গবেষণাগ্রন্থ); মণিপুরী ভাষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা, সিলেট।

১২. বুড়োবুড়ির মুখিকচু; ২০১৫ (মণিপুরী লোককাহিনি); নাগরী, সিলেট।

১৩. মণিপুরি ভাষার শব্দকোষ; ২০১৫ (বাংলা টু ইংরেজি ও মণিপুরি, অভিধানজাতীয় গ্রন্থ); মণিপুরী ভাষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা, সিলেট।

১৪. মণিপুরী ভাষা ও সাহিত্য (সম্পাদিত প্রবন্ধ সংকলন); ২০১৬; নাগরী, বারুতখানা, সিলেট।

১৫. মণিপুরী মঞ্জুষা (মণিপুরী বিষয়ক বাংলা প্রবন্ধের সংকলন); ২০১৭; বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা।

১৬. লুকোনো চিঠি (ক্ষেত্রি বীর-এর মণিপুরী উপন্যাস 'লোৎলুবা চিঠি'র বাংলা অনুবাদ); ২০১৭; ত্রিপুরা বাণী প্রকাশনী, আগরতলা, ত্রিপুরা।

১৭. সংকটে-সংগ্রামে-মুক্তিযুদ্ধে : বাংলাদেশের মণিপুরী; ফেব্রুয়ারি ২০১৮; (গবেষণাধর্মী গ্রন্থ); নাগরী, সিলেট।

১৮. কবিতা, এক প্রগল্‌ভা প্রেমিকা আমার; ফেব্রুয়ারি ২০১৮; কবিতা; নাগরী, সিলেট।

১৯. টোকাই কাহিনি ও অন্যান্য গল্প; ফেব্রুয়ারি ২০১৮; ছোটগল্প সংকলন; তিউড়ি, ঢাকা।

২০. সোনামণি সিংহ; জুলাই ২০১৮; জীবনী; মদনমোহন কলেজ সাহিত্যপরিষদ, সিলেট।

২১. নানান কথার কথকতা; ফেব্রুয়ারি ২০১৯; প্রবন্ধ সংকলন; নাগরী, সিলেট।

২২. তমসার বুক চিরে দীপ্র সূর্য উঠবেই; ফেব্রুয়ারি ২০২০; কবিতা; ঘাস প্রকাশন, সিলেট।

২৩. কৃষ্ণপক্ষের কবিতা; ফেব্রুয়ারি ২০২১; কবিতা; বাসিয়া প্রকাশনী, সিলেট।

২৪. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী জনগোষ্ঠী; ফেব্রুয়ারি ২০২১; মুক্তিযুদ্ধ; বাসিয়া প্রকাশনী, সিলেট।

২৫. মণিপুরি সাহিত্যে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ; ফেব্রুয়ারি ২০২১; গবেষণাধর্মী বই; বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা।

২৬. মণিপুরী মল্লার; ডিসেম্বর ২০২১; মণিপুরী কবিতার বাংলা অনুবাদ; লেখক সমবায়, সিলেট।

CamScanner

কিছু কথা

আমি একবার লিখেছিলাম, 'আমি কবিতার এক মাতাল প্রেমিক'। আসলেই তাই। মাতালের মতোই আমি কবিতাকে ভালোবাসি। কবিতা কী, কেমন–না বুঝেই কবিতাকে ভালোবেসেছি; কবিতার প্রকার-প্রকরণ, শিল্প বা শৈলী কোনো কিছু না জেনেই কবিতা লিখেছি। কেবল হৃদয়ের আবেগ বা অনুভূতির এক ধরনের শিল্পিত প্রকাশকেই কবিতা-জ্ঞানে শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে নির্মাণ করে গেছি কবিতার সৌধমালা।

সেই স্কুলজীবন থেকেই কবিতা লিখি। ২০১৭ সালে আমার কবিতার সাথে সহবাসের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হওয়াকে উপলক্ষ করে আমার কিছু স্বজন-বান্ধব 'কবিতাযাপনের পঞ্চাশ পূর্তি'র অনুষ্ঠান করেছিলেন। সে ছিল এক আনন্দময় মুহূর্ত।

ইতোমধ্যে আমার কবিতার বেশ কিছু বইও বেরিয়েছে। কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সময় আমার কবিতার খাতা থেকে বেছে বেছে যেগুলোকে একটু ভালো মনে করেছি সেগুলোকেই তুলে এনে পাঠকের পাতে সাজাবার প্রয়াস পেয়েছি। ফলে, অনেক কবিতা অপাঙক্তেয় বিবেচনায় অবহেলায়-অনাদরে রয়ে যায় আমার কবিতার খাতার এক অন্ধকার কোণে। কিন্তু ওগুলোও তো আমারই সৃষ্টি, সন্তানসম; তাই কেমন মায়া লাগে। মাঝে মাঝে খাতা খুলে কবিতাগুলো পড়ি, আর ভাবি–এগুলো কি কোনোদিন গ্রন্থভুক্তির মর্যাদা পাবে না? তাই এবার কবিতার বই প্রকাশের ভাবনা মাথায় আসতেই অবহেলিত সেইসব কবিতার কথাই প্রথম মনে পড়লো। এই বইয়ের অধিকাংশ কবিতাই সেইসব পুরোনো পরিত্যক্ত কবিতার ভাণ্ডার থেকে তুলে আনা। অবশ্য এর সাথে সম্প্রতি লিখা কিছু কবিতাও যুক্ত হয়েছে। তারপরও কিছু কবিতা থেকেই গেলো প্রিয় সে খাতার পুরোনো ধূসর পাতায় বন্দি হয়ে। এজন্যে অবশ্য একটি গোপন বেদনাও আমাকে পুষে রাখতে হয়েছে আমার হৃদ-পিঞ্জরে।

এবছর আমি সত্তরে পা দিচ্ছি। ২৭ ফেব্রুয়ারি, সেই সত্তরতম জন্মদিনে, বন্ধু-স্বজনদের সপ্রাণ ভালোবাসায় একটি সমৃদ্ধ সংকলন প্রকাশসহ জন্মদিন উদযাপনের একটি উদযোগও নেওয়া হয়েছে। চিরকালই ভালোবাসার কাঙাল এই আমিও সত্তরতম জন্মদিনকে উপলক্ষ করে সত্তরটি কবিতার গ্রন্থিত রূপ 'ভালোবাসার কাছে জন্মনতজানু আমি' শীর্ষক এক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করছি। কবিতাগুলোর প্রায় সবটুকুই ভালোবাসার কবিতা, ভালোবাসার মানুষদের জন্যে। জন্মদিনের ভালোবাসাময় দিনে ভালোবাসার মানুষদের প্রতি অর্ঘ্য হিসেবেই নিবেদন করলাম 'ভালোবাসার কাছে জন্মনতজানু আমি' এই কাব্যগ্রন্থটি।

এ কে শেরাম
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২

CamScanner

সূচি

আমার সমস্ত পথ এখন ভালোবাসার অভিমুখী ১১
ভালোবাসার পোস্টমর্টেম ১২
শিকড় ১৩
কেন সারো বিওয়ার জন্যে ১৪
তুমি ১৫
মানব, তুমি বড়ো একা-একাকী ১৬
এখানে এখন হেমন্ত ১৭
ভালোবাসা ১৮
দেখে নিও প্রিয় ১৯
জীবন ২০
শিখা চিরন্তন ২১
মগ্ন মহাকাল ২২
মিতালি ২৩
গোপন তিলের মতো ২৪
আগুন-জলে পদ্ম ফোটে ২৫
অতিপ্রাকৃত স্বপ্ন ২৬
বিজয়-এক অলৌকিক রথের নাম ২৭
দাবি ২৮
কবিতা কালের করতলে ২৯
নষ্টচন্দ্র দর্শন ৩০
কৈফিয়ত ৩১
তোমাকে ছুঁয়ে শপথ আমার ৩২
আমাকে নিয়ে আমি ৩৩
নিরাপদ কেবলই স্বপ্ন দেখা ৩৪
সবরমতী ৩৫
জয়সমন্দ লেকে দাঁড়িয়ে ৩৬
ধ্বংসস্তূপ থেকে তবু জেগে ওঠে জীবন ৩৭
কোথাও যাবো না আমি ৩৮
আকাশে উল্কাপাত দেখে ৩৯
অতিক্রম ৪০
বিশ্বাসের পঙক্তিমালা ৪১
এক অন্যরকম এলিজি ৪২
অবিনাশী জীবন ৪৩
চেনা-না চেনা ৪৪
মানুষের চেয়ে দীর্ঘ কিছু নেই ৪৫
৪৬ কবিতার শব্দবীজ
৪৭ সময় আমাকে বদলে দিয়েছে
৪৮ ভালোবাসার জন্য অপেক্ষা
৪৯ কালনীর কবি
৫০ নাম তাঁর বাংলাদেশের হৃদয়
৫১ একটি জিজ্ঞাসা
৫২ পুনর্জন্ম
৫৩ রাত্রি
৫৪ অন্যরকম ভোর
৫৫ ঈশানে বিষাণ বাজে
৫৬ তোমার জন্মদিন আজ জাতির জন্মদিন
৫৭ মধ্যাহ্নেই সূর্যাস্ত
৫৮ বিন্দু
৫৯ একটু ছুঁয়ে দিও
৬০ জীবন-সময়েরই অন্য নাম
৬১ হারিয়ে গেলে আর ফিরে পাওয়া যায় না
৬২ ছবি তোলা
৬৩ কাল সারারাত
৬৪ একাকীত্ব
৬৫ ভালো থেকো বাংলাদেশ
৬৬ শৃঙ্খলমুক্তি
৬৭ উপলব্ধি
৬৮ বেঁচে থাক জীবন
৬৯ অন্ধকার শেষ কথা নয়
৭০ অনন্ত আকাঙ্ক্ষা
৭১ কালবেলা
৭২ স্বপ্নপুরুষ
৭৩ একদিন আমাদের
৭৪ প্রতিশোধ
৭৫ মন
৭৬ অখণ্ড মানবসত্তা
৭৭ পূর্ণিমার রাতে
৭৮ ইচ্ছে হয়
৭৯ স্বপ্ন দেখি একটি প্রার্থিত ভোরের
৮০ জন্মদিন-মৃত্যুদিন

CamScanner

আমার সমস্ত পথ এখন ভালোবাসার অভিমুখী

ওটা আকাশের পথ,
ওই পথে আমি হাঁটি না।
ডান দিকের পথটি গেছে সমুদ্রের দিকে,
আমি ওই পথে যাবো না।
বাঁ দিকেরটি জানি পাহাড়-বনানী অভিমুখী,
কিন্তু তার আগ্রহও আজ আমি হারিয়ে ফেলেছি।
আমার এখন একটিই পথ,
একটিই গন্তব্য আমার।
আমার সমস্ত পথ এখন ভালোবাসার অভিমুখী,
আমার সকল গন্তব্য শুধু তোমারই অনাঘ্রাত হৃদয়।

সিলেট, ৫ জুলাই ২০১৪

CamScanner

ভালোবাসার পোস্টমর্টেম

ভালোবাসা আমাকে জন্ম দিয়েছে,
আমার শৈশব-কৈশোর-যৌবনের দিনগুলোকে
বাঁধিয়ে রেখেছে সোনার ফ্রেমে।
আবার,
ভালোবাসা আমাকে আহত করে
ক্ষতবিক্ষত করে,
ভালোবাসা আমাকে প্রায়শঃই দুঃখের ভাগাড়ে নিক্ষিপ্ত করে;
তবু এই ভালোবাসাই আমাকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে।
আমার অনেক বিনিদ্র রজনীর গোপন সাক্ষী–ভালোবাসা,
আমার অনেক আত্মগোপনের কাহিনি–ভালোবাসা,
আমার অনেক অন্তর্গত রক্তক্ষরণের ইতিহাস এই ভালোবাসা;
তবু, ভালোবাসাই আমার প্রাণদ বিশ্বাস,
তবু, ভালোবাসাই আমার বেঁচে থাকার অনন্ত অনুপ্রেরণা।

ভালোবাসার কাছে জন্মনতজানু আমি
আজন্ম বাঁধা পড়ে আছি এক অপরিশোধ্য ঋণে।

সিলেট, ৩ মে ১৯৯৫

CamScanner

শিকড়

ভূমিপুত্র আমি এক শবর যুবক
ঘর বেঁধেছি মাটির মায়ায়
শক্ত-কঠিন-বন্ধুর পৃথিবীতে;
শিকড় প্রোথিত আমার এই মাটিরই গভীরে।
অকস্মাৎ একদিন আমার আকাশে উদিত হলো চাঁদ
–নরোম মসৃণ তুলতুলে রহস্যময়ী চাঁদ।
সে আমাকে ভালোবাসার তরল জোছনায় ডুবিয়ে দিয়ে
মদির আবেশে মোহিত করলো,
আমাকে আমন্ত্রণ জানালো তার জ্যোৎস্নাপ্লাবিত শূন্যোদ্যানে,
প্রলুব্ধ করলো আমাকে অনন্তের শূন্যবিহারে।
চাঁদের মায়াবী আকর্ষণে
আমার বাসনাসমুদ্রে জোয়ার জাগলো
উন্মাতাল হলো জীবনের সাম্পান।
আমি ডানা মেলে দিতে চাইলাম
শূন্যতার আহ্বানে ছিঁড়ে ফেলতে চাইলাম মাটির বন্ধন।
কিন্তু ভূমিপুত্র শবর যুবক এই আমি
শূন্যচারী চাঁদের ওই মোহিনী মায়ায়
মাটির গভীরে প্রোথিত শিকড় উপড়ে
পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ছিঁড়ে
শূন্যবিহারে যাইনি–
যেতে পারিনি।

আমার শিকড়ই আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

সিলেট, ১১ জুলাই ১৯৯৫

CamScanner

কেন সারো বিওয়ার জন্যে

কেন সারো বিওয়া,
নৃতাত্ত্বিক ক্ষুদ্র এক জাতিসত্তার প্রতিনিধি তুমি,
জাতিগত সংখ্যালঘুতার অপরাধেই যে জনগোষ্ঠী
নিগৃহীত হয়েছে-বঞ্চিত হয়েছে মানবিক অধিকার থেকে;
নাইজেরিয়ার ব-দ্বীপ এলাকার ওগোনি সম্প্রদায়-
যার অন্যতম সদস্য হিসেবে তুমি গর্ববোধ করতে।
কেন সারো বিওয়া,
আমিও তোমার মতোই
বঞ্চিত নিপীড়িত এক ক্ষুদ্র জাতিসত্তার প্রতিনিধি
আপন অধিকার অর্জনের জন্য আমারও অসংখ্য ভাই
দ্বিধাহীন উৎসর্গ করেছে আপন জীবন।
কিন্তু ক্ষুদ্রত্বের আত্মমর্যাদাবোধ
বারবারই পদদলিত হয়েছে বৃহতের অহমিকার কাছে।
তাই ওগোনি সম্প্রদায়ের দীপ্ত কণ্ঠস্বর কেন সারো বিওয়া,
আমি আমার ক্ষুদ্র জাতিসত্তার প্রতিনিধি হিসেবে নয়,
বৃহত্তম মানব সম্প্রদায়েরই একজন হিসেবে
পৃথিবীর সকল মানুষের হৃদয়ের আদালতে
তোমাকে হত্যার বিরুদ্ধে জানালাম আজ
আমার হৃদয়ের তীব্র-তীক্ষ্ণতম প্রতিবাদ।

সিলেট, ১৯ নভেম্বর ১৯৯৫

CamScanner

তুমি

আমাকে যে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে
– সে তুমি,
আমাকে যে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে
– সেও তুমিই।
তোমারই জন্যে আমার এই আজীবন বেঁচে থাকা,
প্রতিদিনই আমার এই যে অজস্র মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা
– সেও তোমারই জন্যে।

সিলেট, ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬

CamScanner

মানব, তুমি বড়ো একা–একাকী

এ অনন্ত মহাশূন্যে
কোটি নক্ষত্র, গ্রহ-তারা ভ্রমে
নিজস্ব নিয়মে;
কিন্তু, কোথাও কি কোনো প্রাণ নেই?
নেই তব সহোদরা, হে মানব?

কোথাও কি কেউ নেই, হে মানব,
যে তোমার প্রাণে জাগাতে পারে একটু দোলা
যে পারে তোমার হৃদয়ে খেলাতে
স্পর্শের বিদ্যুৎ শিহরণ,
এমনকি কেউ নেই,
যে তোমার বোধের সাগরে জাগাবে
ভালোবাসার সফেন সমুদ্র;
কেউ কি নেই কোনোখানে, হে মানব,
যে তোমার চোখে চোখ রেখে
হাতে হাত রেখে
মুহূর্তকাল বসে থাকবে মুখোমুখি অন্ধকারে?

মানব, তুমি আসলেই বড়ো একা–
একাকী!

সিলেট, ২৫ আগস্ট ১৯৯৬

CamScanner

এখানে এখন হেমন্ত

এখানে এখন হেমন্ত।
ক্রমশ হিম হয়ে আসে রাত্রির তাজ
কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে ওঠে নক্ষত্রের চোখ;
নিসর্গ ছুঁয়ে যায় বিষাদের সুতীক্ষ্ণ ফলায়
ভেজা দীর্ঘশ্বাস বিদ্ধ করে বাতাসের বুক
রজনীর চোখে অশ্রুর কারুকাজ।

এখানে এখন হেমন্ত।
আকাশের বুকে সুনীল ভালোবাসা
আদিগন্ত মাঠ জুড়ে সোনালী আশা
মানুষের হৃদয়ের সীমানায়
ক্রমশ ধরা দেয় স্বপ্নের দিগন্ত।

এখানে এখন হেমন্ত।
হিম হয়ে আসা রাত্রির শরীরে জ্বলে
অনন্ত নক্ষত্রের হৈম দীপাবলি;
শস্যের সবুজ প্রান্তর হেসে ওঠে সোনালী ফসলে
নিসর্গ থেকে নিসর্গে
লোকে-লোকান্তরে
নিরবধি বয়ে চলে এক হেম-আনন্দের ধারা
অন্তরে অন্তরে।
জীবনের জমিনে জাগে সোনালী দিগন্ত,
এখানে এখন হেমন্ত।

সিলেট, ১৫ অক্টোবর ১৯৯৬

CamScanner

ভালোবাসা

ফুল ভালোবাসি–না-কি কবিতাকে?
না-কি কেবল নারীকেই ভালোবাসিয়াছি?
কখনো মনে হয়
ফুল নয়–নারী নয়–কবিতাও নয়
আমি কেবল ভালোবাসি আমাকেই।
তখনি মনে পড়ে
একটি ফুলের জন্যে একদিন
কবিতাকে বানিয়েছি অমোঘ অস্ত্র,
উপেক্ষায় উৎসর্গ করেছি প্রিয়তম নারীকেও।
কিন্তু জানি, সেওতো আপন অস্তিত্বের অধিকারেই,
জীবনের দিগন্তকে প্রসারিত করার প্রয়োজনেই।
আসলে–ফুল নয়, নারী নয়, কবিতাও নয়,
মানুষ ভালোবাসে কেবলই আপন অস্তিত্বকে,
জীবন ভালোবাসে তার জীবনকেই।

সিলেট, ১ ডিসেম্বর ১৯৯৬

CamScanner

দেখে নিও প্রিয়

রাত্রি যত দীর্ঘ হোক রাত পোহাবেই
তমসার বুক চিরে দীপ্র সূর্য উঠবেই।
চারিদিকে অন্ধকার যতোই ঘনিয়ে আসুক
সূর্য উঠলেই আলোর বর্শায় বিদ্ধ হবে অন্ধকারের বুক।
জানি, আমাদের চেতনাপ্রবাহে, মেধায় ও মননে,
প্রতিদিনকার আমাদের যাপিত জীবনে
ক্রমশ ছায়া মেলে গাঢ়তর অন্ধকারের গ্রাস;
তবু, দেখে নিও তুমি, দেখে নিও,
সকল আঁধার ছিন্ন করে প্রিয়
একদিন নিশ্চিতই হবে সত্যসূর্যের প্রকাশ।

সিলেট, ১৯৯৬

CamScanner

জীবন

জীবন জানে জীবনের মানে,
জীবন জাগে তাই জীবনেরই টানে।
একটি জীবন জেগে ওঠে যখন
অনশ্বর এক জীবনের আহ্বানে,
যুগল জীবন ছুটে চলে তখন
এক অমৃত জীবনের সন্ধানে।

সিলেট, ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

CamScanner

শিখা চিরন্তন

মানুষের হৃদয়-অম্বুধিতে
স্রোতের সারথি হয়ে ভেসে ওঠে
আবার নিমেষে হারায়
নিয়ত অসংখ্য বোধের বুদবুদ,
কিন্তু একটি বোধ চিরায়ত আয়ু নিয়ে
জেগে থাকে অনন্তকাল;
তার নাম–ভালোবাসা।

একটি জাতির চলিষ্ণু জীবনে
কালের করোটিতে জ্বলে ওঠে শিখা অগণন,
কিছু তার নিভে যায়
কিছু-বা অকালে হারায়;
কিন্তু একটি শিখা
কালের সীমানা পেরিয়ে জ্বলে অনির্বাণ,
সে যে স্বাধীনতার শিখা চিরন্তন।

সিলেট, ১৬ মার্চ ১৯৯৭

CamScanner

মগ্ন মহাকাল

যখন ক্রমাগত হিমবাহ বয়ে যায় মানুষের মেধায় ও মননে
যখন শৃঙ্খলিত আবেগ স্তব্ধতা আনে প্রাণের স্বননে,
তখন তুষারাবৃত হয়ে পড়ে প্রাণহীন চৈতন্যের মরুপ্রান্তর।
আকাশের বুকের গভীরে তবু জেগে থাকে একটুকু প্রাণের মর্মর।

প্রাণিত মানুষের হৃদয় তাই উড়ে বেড়ায় ঐ স্তনিত আকাশে;
যদিও নৈঃশব্দ্যের সংগীত ধ্বনিত হতে থাকে ফেরারি বাতাসে
নিঃসীম নিস্তব্ধতা ছায়া মেলে দেয় অতি দ্রুতবেগে,
তবু মহাকাল মগ্ন থাকে এক মন্দ্রিত আবেগে।

সহস্র মানুষের ভিড়ে তখনও একাকী একটি মানুষ
গভীর প্রত্যয়ে অনন্ত শূন্যে ওড়ায় জীবনের ফানুস;
নিরালম্ব অশক্ত একটি মানুষ তবু একা
প্রাণহীন আঁধার প্রান্তরে আঁকে জীবনেরই আলোকরেখা।

অতঃপর–আকাশ ও মাটি, নদী ও জলধি
যখন এক অনুপম চিত্রকল্পে মিশে যায় নিরবধি;
আদিম অরণ্যে তখন ওঠে ঝড় ঐশী শোণিতে,
মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে তারই রেশ–ধ্বনিতে, প্রতিধ্বনিতে।

কালের নির্মোক ভেঙে প্রাণ জেগে ওঠে প্রাণেরই আসরে,
মহাকাল তাই মগ্ন থাকে আপন স্বপ্নবাসরে।

সিলেট, ২৪ জানুয়ারি ১৯৯৮

CamScanner

মিতালি

জীবন ও মৃত্যুর মাঝে কী গভীর মিতালি!

মহাশূন্য থেকে আসা ক্ষুদ্র প্রাণ এক আচম্বিতে
প্রথম যখন চোখ মেলে তাকায় এই মাটির পৃথিবীতে
জীবন এসে সযতনে তুলে নেয় তারে,
আনন্দ-বেদনার এক মহাকাব্যিক সংসারে।
তারপর জীবন যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে জীবনেরই ভারে,
তখন, মৃত্যু এসে চুপিসারে
তুলে নেয় সে প্রাণের ভার,
নিয়ে যায় তারে পুনরায়
অসীম শূন্যতায়
আদি উৎসমুখে তার।

এভাবেই চলে অনিবার জীবন ও মৃত্যুর এই অনন্ত মিতালি।

সিলেট, ২৭ মার্চ ১৯৯৮

* ২৭.০৩.১৯৯৮ তারিখে রিকাবিবাজারস্থ সিলেট মেট্রোপলিটন হাসপাতালের ৩৬ নং কেবিনের বেডে শায়িত অবস্থায় পিত্তথলি থেকে পাথর অপসারণের জন্য অস্ত্রোপচারের অব্যবহিত পূর্বে এ কবিতার বীজ সঞ্চারিত হয়েছিল চেতনার জমিনে। পরে অস্ত্রোপচারের পরদিন ২৮.০৩.১৯৯৮ তারিখে ঐ একই কেবিনের বিছানায় শুয়ে এর ভাষারূপ দেওয়া হয়।

CamScanner

গোপন তিলের মতো

গোপন তিলের মতো
তোমাকে লুকিয়ে রাখি আমি কবিতার কার্তুজে
এবং সময় সুযোগ করে
একান্তে নগ্ন করে একাকী দেখি লুকানো সে তিল
দেখি কবিতার বস্ত্রহরণ করে তোমাকেই

গোপন সে তিলের অমোঘ অস্ত্রে একদিন
নিশ্চিত আমি জয় করে নেবো এক অনিন্দ্য জগৎ
আর কবিতার কার্তুজে ভরা তোমাকে দিয়ে
একটি অনন্য হৃদয়

সিলেট, ৭ এপ্রিল ১৯৯৮

আগুন-জলে পদ্ম ফোটে

আগুন জ্বলে ওঠে লেলিহান শিখা মেলে
আশপাশের সমস্ত কিছু
পরিবেশ-প্রতিবেশ
সবকিছু নির্বিকারে গিলে খায়
এই সর্বভুক আগুন
এমনকি পাথর-জলও জ্বলে ওঠে
এই সর্বগ্রাসী অনলে

সব জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়
ভস্মস্তূপে থাকে না কিছুই আর
অবশেষে বিবাগী বাতাস ছাড়া

তোমার দু'চোখের ওই নীল অগ্নিশিখায়
জ্বলে জ্বলে আমি তবু উজ্জ্বল হয়ে ওঠি
ওই সর্বনাশা আগুনে পুড়ে পুড়ে তবু আমি
নীলপদ্ম হয়ে ফুটে ওঠি সঙ্গোপনে
তোমারই চোখের তারায়

সিলেট, ২ মে ১৯৯৮

CamScanner

অতিপ্রাকৃত স্বপ্ন

কোটি আলোকবর্ষ দূর মহাশূন্য থেকে
সহস্র কোটি বর্ষ আগে আসা এক মহাপ্রাণ
প্রাণের বিপুল বিস্তার ঘটিয়েছিল যে সবুজ গ্রহে,
একদিন সেই প্রাণীদেরই প্রাণহীন আচরণে যখন
সবুজ হারিয়ে সে গ্রহ ধূসর রুগ্নতায় আক্রান্ত;
তেমনি এক বিবর্ণ বিকেলে
মৃতপ্রায় আকাশের কৃষ্ণবিবরে
কালিমালিপ্ত কালো সূর্য তার অন্ধকার আলোর উত্তাপে
ক্রমশ শুষে নেয় যখন জীবনের ঔজ্জ্বল্য,
তখন স্বজাতির জন্য অনেকের মতো
বিবর্তনের অমোঘ নিয়মে পশুতে রূপান্তরিত হয়ে
পাশব গৌরবে মহিমান্বিত হতে পারেনি বলে
এক বিষণ্ন মানুষ একা
অনন্ত ক্রন্দনে কেবলি মথিত করে তার বিষাদিত হৃদয়।

বিষাদের সেই ফিনিক্স পাখিরা
অতঃপর এক আনন্দিত কোরাসের ধ্বনি বয়ে নিয়ে
উড়ে চলে যায় এক নক্ষত্রলোক থেকে আরেক নক্ষত্রলোকে।
একটি জোনাকি পোকা কেবল
আপন শরীর জ্বালিয়ে তখন
একাকী উড়ে চলে সেই প্রেত অন্ধকারে।

সিলেট, ৬ জুলাই ১৯৯৮

CamScanner

বিজয়–এক অলৌকিক রথের নাম

একদিন সময়ের লাগাম ধরে যে মহামানব এসেছিলেন
তাঁরই অলঙ্ঘ্য তর্জনী নির্দেশে
জনতার সমুদ্র ফুঁসে উঠেছিল
জেগে উঠেছিল প্রাণের ভেতরে প্রাণ;
সকল ক্ষুদ্র আর নীচতা ঝেড়ে ফেলে
ক্লীবতার সমস্ত কলঙ্কচিহ্ন মুছে ফেলে
মানুষ সেদিন উঁচু হতে হতে ছুঁয়েছিল সুনীল আকাশ।
তারপর
দুইশত ছেষট্টি দিনের বিনিদ্র রজনী শেষে
বিজয়ের হিরণ্ময় রথে চড়ে
লাখো জীবনের রঙে রঙিন স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য
উদিত হয়েছিল আমাদেরই আকাশে।

সেই থেকে 'বিজয়'
আমাদের কাছে এক অলৌকিক রথেরই নাম।

সিলেট, ৫ ডিসেম্বর ১৯৯৮

CamScanner

দাবি

আমাকে দেখতে দাও।
তোমার আদিগন্ত ভেতর ও বাহির
সমস্ত কিছু উন্মুক্ত করে আমি দেখতে চাই।
আমাকে শুনতে দাও।
তোমার সকল প্রকাশ্য ও গোপন ইতিহাস
অকপটে আমি সব শুনতে চাই।
আমাকে কথা বলতে দাও।
তোমার সমস্ত কথিত বা অকথিত বাণী
সকল মহিমা ও কলঙ্কের কাহিনি
আমি প্রকাশ্য জনসমাগমে
উচ্চৈঃস্বরে-সগৌরবে ঘোষণা করতে চাই।

এতোদিন শুধু তোমার কথাই শুনেছি
তোমার কথাই বলেছি আমি
তোমার চোখে সারা বিশ্বকে দেখেছি।
আজ–এখন আমার একটিই দাবি–
আমাকে আমার মতো করে বাঁচতে দাও।

সিলেট, ১৪ জানুয়ারি ১৯৯৯

CamScanner

কবিতা কালের করতলে

ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে সময়,
দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে জীবনধারণের সমূহ উপকরণ,
বিশুদ্ধ বাতাস আর পানিও এখন সুলভ নয়,
সবকিছুর মূল্যমান অর্থমূল্যে নির্ধারিত এখন।

মুক্তবাজার অর্থনীতির দাপটে
ভালোবাসাও এখন চড়াদামে বিকোয়।
নীতি-আদর্শ বা সংস্কৃতি-বর্তমানের প্রেক্ষাপটে
কোনো কিছুই আজ আর অর্থের পরিমাপে মূল্যহীন নয়।
কেবল কবিরাই উপেক্ষিত হয়
ক্ষতবিক্ষত হয় শুধু কবিদের হৃদয়,
কবিতা লেখার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয় কবির।
তথাপি কালের করতলে জ্বলজ্বলে জেগে রয়
অবিনশ্বর কবিতার পঙক্তিনিচয়;
শুধু বিস্মৃত হয় কবিরই নাম-তার তসবির।

হায় কবি! তোমার বেদনা-বারিধি মন্থিত হয়ে
উঠে আসে যে কবিতার বাণী
তা সবার ভালোবাসায় অপরূপ সিক্ত হয়ে
হৃদয়ের প্রবল পক্ষপাতিত্বে হয় অমরত্ব সন্ধানী।
অথচ, মূল্যহীন কেবল তুমিই কবি,
আর তোমার বেদনামথিত হৃদয়!

সিলেট, ৬ মার্চ ১৯৯৯

CamScanner

নষ্টচন্দ্র দর্শন

শতাব্দীর অনন্য সেই শেষ পূর্ণিমায়
জ্যোৎস্না-স্নান করবো বলে নেমেছি আমি চাঁদ-সরোবরে।
হিম হিম জ্যোৎস্নার ঢেউগুলো
ভালোবাসার হৃদয় হয়ে নিঃশব্দে ছুঁয়ে যায় আমার শরীর।
চারিদিক সুনসান
এক ধবল প্রপাত ছাড়া কোথাও কিছু নেই;
কেবল দু'একটি উজ্জ্বল তারা
সাদা শাপলা হয়ে ভাসে চাঁদ-সরোবরে।
আর খরাতপ্ত মাঠের মতো আমার তৃষ্ণার্ত হৃদয়
আকণ্ঠ নিমগ্ন সেই লিরিক জ্যোৎস্নার অবিরল ধারাপাতে।

অকস্মাৎ নিস্তরঙ্গ জলে যেন খেলে যায় এক অশুভ ছায়া।
একটি বীভৎস মুখ ভেসে ওঠে সুন্দরের স্বপ্ন ছিঁড়ে
যেন বা কামরুলের আঁকা একাত্তরের সেই দানবের ছবি;
আমার দিকে সে বাড়িয়ে দেয় তার লোমশ কালো হাত।
কর্কশ অন্ধকারে ঢেকে যায় মোহন চাঁদ আর তার ধবল প্রান্তর।
এ কি তবে আমাদের ইতিহাসের নষ্টচন্দ্র–
জাতির কলঙ্কচিহ্ন হয়ে
প্রতিনিয়ত যে তাড়িয়ে বেড়ায় মুক্তিযুদ্ধের এই বাংলাদেশকে?
ভয়ে–আতঙ্কে চিৎকার দিয়ে ওঠি আমি,
কেটে যায় দুঃস্বপ্নের মুহূর্ত।
দেখি–এপিক পূর্ণিমার চাঁদ নিবিড় চেয়ে আছে আমার দিকে
বুক জুড়ে তার দগদগে ঘা'য়ের মতো কালো কলঙ্কচিহ্ন।

সিলেট, ১৯৯৯

CamScanner

কৈফিয়ত

একটি কবিতার তাজমহল নির্মাণ করবো।
তাই একলব্যের একাগ্রতায় খুঁজে ফিরি নির্মাণসামগ্রী,
হৃদয়ের শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করি
নৈঃশব্দ্যের গহীন অরণ্যে;
যেন মৃগকিশোরীর মতো ধাবমান
অনূঢ়া কোনো শব্দকে বন্দি করতে পারি
যা দিয়ে আমি রচনা করবো
আমার কবিতা-সৌধের ভিত্তিভূমি।
কিন্তু হায়!
আজ আর কোথাও অরণ্যের অবশিষ্ট নেই
মানুষের লালসার কাছে নিহত সব বন-উপবন,
প্রতিনিয়ত নিশ্চিহ্ন করা হচ্ছে শিশুবৃক্ষ
তাবৎ পশুপাখি–এমনকি চিত্রল হরিণীও।
আমি কোথায় পাবো
আমার প্রত্যাশিত শব্দের অনূঢ়া মৃগ-বালিকা?
আর তাই, কবিতার সৌধমালা নয়,
আটপৌরে অভ্যাসেরই বশবর্তী আমি
কেবলই সাজিয়ে চলি নিষ্প্রাণ শব্দেরই পঙক্তিমালা।

সিলেট, ১১ আগস্ট ২০০০

CamScanner

তোমাকে ছুঁয়ে শপথ আমার

প্রিয়তমা, তোমার সারাটা হৃদয় জুড়ে আজ বিষণ্নতার বাতাস
পরিচিত পৃথিবীতে শুধুই পাতাঝরার গান
চারিদিকে কেবলই এক লজ্জাকর পতন-কাহিনি

সমস্ত প্রকৃতিতে এখন হিম-শীতলতা
পরিবেশ-প্রতিবেশ জুড়ে আছে প্রকাণ্ড হিমবাহ
নৈঃশব্দের কারাগারে বন্দি আজ শব্দের সিম্ফনি

ইতিহাসের পাতা ফুঁড়ে উঁকি দেয় হিংস্র হায়েনারা
আলোর আকাশে কুয়াশা ছড়ায় অন্ধকারের শেয়াল
স্বজনের মাংসে চঞ্চু শানায় পরাজিত শকুন

তবু এরই মাঝে আমি বেঁচে আছি
সমূহ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে করে
হৃদয়ে ধারণ করে এক আগ্নেয় উত্তাপ

আর এই বিপন্ন সময়ে তোমাকে ছুঁয়ে প্রত্যয়ী শপথ আমার
হৃদয়ের আগ্নেয় উত্তাপে আমি গলাবো বরফ
শীতের শরীরে আনবো সোনালী সূর্যের দীপ্তি

স্বদেশ থেকে তাড়াবো আমি যত শেয়াল-শকুন
আমাদের জীবন থেকে দূর করে দেবো সব বৈরী পরিবেশ
প্রিয়তমা, তোমার পৃথিবীতে আবার আনবো বসন্ত বাতাস।

সিলেট, ১৪ ডিসেম্বর ২০০০

আমাকে নিয়ে আমি

আমাকে ঘিরে আছে চেনা-অচেনা হাজারো নর-নারী।
কেউ কেউ হয়তোবা বিশ্বাস করে
আমি দেবোপম এক মহৎ মানুষ।
তারা আশা করে–সরল ঔদার্যে প্রত্যাশা করে,
দেবতার মতো অলৌকিক ক্ষমতাবলে আমি
তাদের মুখাবয়ব থেকে মুছে দেবো সব বেদনামলিন ধুলো।
তাই দেখে কেউ কেউ মুখ টিপে হাসে,
বলে নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে–
তোমরা-তো জানো না, নির্বোধের দল,
প্রবল স্বার্থবাদী এই লোক তোমাদের সবকিছু ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে
তারপর ফেলে দেবে উচ্ছিষ্টের মতো।

আমাকে নিয়েই আমি আজ বড়ো বেশি বিব্রত।
আমার চারপাশে ছড়ানো হাজারো যে জন
–শত্রু অথবা স্বজন,
তারা কেউই আমাকে সঠিক জানে না;
তারা জানে না–
আমি দেবতা নই–দানবও-তো নই,
আমি কারো উপমান নই–উপমেয় নই,
আমি তো আমিই;
আলো-আঁধারির এই জগৎ-সংসারে
আমি আমারই মতো করে
কেবলই ফুটে ওঠি একাকী পৃথিবী-মৃণালে।

গ্রিন রোড, ঢাকা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১

CamScanner

নিরাপদ কেবলই স্বপ্ন দেখা

জীবন এখন আর নিরাপদ নয় মোটেও,
স্বর্ণমৃগের মতো 'নিরাপত্তা' এখন কেবলই এক মায়া-মরীচিকা।

আমাদের প্রতিদিনকার যাপিত জীবনে কেবলই মৃত্যুর গন্ধ,
আমাদের চারপাশে সতত মুখ ব্যাদান করে আছে
অশুভ আঁধারের হিংস্র হায়েনারা।
আমাদের ক্রমাগত অন্যায়-অত্যাচারে
প্রকৃতি এখন আহত বাঘিনীর মতোই প্রতিশোধপরায়ণ;
বাতাসে ক্রমশ জমে উঠছে মারণবিষের পলেস্তারা,
আর যে জলের অপর নাম জীবন
সেই জল আর জলধি এখন আমাদেরই বর্জ্যে বিপজ্জনক।
এখন জীবনের একমাত্র দাবি–'স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই'।

নিরাপত্তাহীনতার এই কুরুক্ষেত্রে নিরাপদ কেবলই স্বপ্ন দেখা।
তাই এসো, সবে মিলে আজ শুধুই স্বপ্ন দেখি;
স্বপ্ন দেখি–
সমস্ত অশুভ কুয়াশার জাল ছিন্ন করে এক সূর্যস্নাত সকালের
নিরাপত্তাহীনতার চক্রব্যূহ ভেদ করে এক নিরাপদ জীবনের।

এবং অতপর
এসো, একদিন সেই স্বপ্নকেই বাস্তবে অনুবাদ করি।

ফকিরাপুল, ঢাকা, ৯ মার্চ ২০০১

CamScanner

সবরমতী

একদিন তোমার যে বিশাল বুক জুড়ে বয়ে যেতো জীবনের নহর,
সবরমতী, আজ সেখানে কেবলই বালির কারুকাজ
–এক অন্তহীন শূন্যতারই অপার্থিব হাহাকার।
তুমি কেবল মৃতবৎসা কোনো রমণীর মতো
অথবা এক বন্ধ্যা রমণীর অস্ফুট বেদনায়
অশ্রুহীন কান্নায় একাকী ভাসাও বুক বিজন অন্ধকারে।

সবরমতী, কে দিয়েছে তোমাকে এই অভিশাপ?
কেন প্রাণহীন-গতিহীন এক স্থবির জীবন নিয়ে
তোমাকে এভাবে বেঁচে থাকতে হবে শুধুই স্মৃতির মিনারে?
কেন মানুষের অনুকম্পার আয়ুতে বেঁচে থাকবে তুমি
যে মানুষেরে একদিন হাজার বছর ধরে
প্রাণিত করেছো তোমার প্রাণের প্রবাহে?
তুমি কি তাহলে অপেক্ষায় আছো
একালের কোনো ভগীরথের
স্বর্গ থেকে যে নামিয়ে আনবে জীবনের ফল্গুধারা
তোমার প্রাণহীন শুষ্ক মৃগতৃষিকার বুকে;
জাগাবে শূন্য গর্ভকোষে নতুন প্রাণের স্পন্দন?

সবরমতী, তুমি জেগে ওঠো পুনরায়
পৌরাণিক কোনো ফিনিক্স পাখির মতো
ভস্মস্তুপ থেকে নতুন জীবন নিয়ে।

ইডিআইআই হোস্টেল, আহমেদাবাদ, গুজরাট,
১১ মার্চ ২০০১

(সবরমতী একটি ঐতিহাসিক নদী যার তীর ঘেঁষে গড়ে উঠেছে শিল্পনগরী আহমেদাবাদ। গান্ধীজীর বিখ্যাত আশ্রম 'সবরমতী আশ্রম'ও এই নদীর তীরেই। কিন্তু নদীতে কোনো পানি নেই–কেবলই বালির হাহাকার। নদীর উজানে 'সরদার সরোবর প্রজেক্ট' করে বেঁধে রাখা হয়েছে এবং পরিকল্পিত ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সব পানি।)

CamScanner

জয়সমন্দ লেকে দাঁড়িয়ে

মহারাণাদের বীর্যবত্তা, প্রতাপ ও প্রভাব হয়তো এখন আর নেই,
কিন্তু উদয়পুর-চিতোর
এখনও কালের ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করে
উদ্ধত গৌরবে দাঁড়িয়ে আছে তাঁদেরই স্মৃতির ঔজ্জ্বল্যে।

আমি ঘুরে ঘুরে দেখেছি চিতোর-উদয়পুরে-মেওয়ারে,
রাজস্থানের প্রান্তে ও প্রত্যন্তে;
সর্বত্র ছড়িয়ে আছে শিল্প ও সৌন্দর্যের,
শৌর্য ও বীর্যের এক অনুপম কারুকাজ।
আমি উটের পিঠে চড়ে রাজস্থানের মরুপ্রান্তরে
যাযাবর মানুষের সাহসী জীবনপ্রণালি দেখেছি
'শিল্পগ্রাম'-'ভারতীয় লোককলামণ্ডলে'
লোকজ সংস্কৃতির উচ্ছ্বসিত ঝর্ণাধারায় আকণ্ঠ অবগাহন করেছি,
জয়সমন্দ লেকের সুবিশাল জলের ঐশ্বর্যে
রত্নদ্বীপ হয়ে জেগে থাকা 'জয়সমন্দ আইল্যান্ড রিসোর্ট' থেকে
কিংবা মহারাণা জয়সিংহের দীপ্ত গৌরবগাথা নিয়ে
সুউচ্চ পর্বতশীর্ষে বিপুল বৈভবে মাথা উঁচু করে থাকা
'হাওয়ামহলে'র ইতিহাস ও স্থাপত্যের প্রশস্ত চত্বরে দাঁড়িয়ে
তিলোত্তমা প্রকৃতির বিপুল বিস্তার দেখে মুগ্ধ হয়েছি।

তবু, স্মৃতিজাগানিয়া ভালোবাসা, হায়!
সে কেবলি আমাকে টেনে নিয়ে যায়
বঞ্চনাক্লিষ্ট জীবনের আটপৌরে আঁচলে ঢাকা
আমার সেই প্রিয়তম শহরে-শ্যামল বাংলায়।
আর তাই দিগন্তবিস্তৃত সুন্দরের এই সুরম্য উপত্যকায়
বিলাসী জীবনের সুনীল সমুদ্রে সাঁতার কেটেও
আমি যন্ত্রণাকাতর আমার যাপিত জীবনেরই অংশ হয়ে থাকি।
আমার এই ঐশ্বর্যমণ্ডিত বর্তমান
কোনোক্রমেই আমার ক্রমদীর্ঘমান অতীতকে
আড়াল করে দাঁড়াতে পারে না;
আমারই অতীত আমার বর্তমানকে
কেবলই নিঃশেষে গ্রাস করে অবলীলায়।

জয়সমন্দ আইল্যান্ড রিসোর্ট, মেওয়ার, রাজস্থান,
২৪ মার্চ ২০০১

CamScanner

ধ্বংসস্তূপ থেকে তবু জেগে ওঠে জীবন

জীবন বিশাল
বিপুল তার বৈভব
বিচিত্র তার বর্ণের সমাহার
ব্যাপ্তি তার সীমাহীন অনন্তে।
কিন্তু মৃত্যু বারে বারে আসে জীবনের উপল ভূমিতে
মেলে দেয় তার করাল ছায়া;
আসে নানা রূপে–নানা বিচিত্র বিভঙ্গে।
এখানে–এই গুজরাটে
মৃত্যু একদিন এসেছিল বিধ্বংসী ভূমিকম্পের রূপে
যার সামান্যতম ফূৎকারে সেদিন
নিমেষে ধূলিসাৎ হয়েছে ভুজ, কচ্ছ, আনজির, সৌরাষ্ট্র,
অকালে হারিয়ে গেছে লক্ষ লক্ষ প্রাণ।
ভয়ংকর সেই মৃত্যুর পদপিষ্ট হয়ে এই ভুজে–কচ্ছে এখন
ধ্বংসস্তূপ ছাড়া কোথাও কিছু নেই
বাতাসের ক্রন্দন ছাড়া কোনো শব্দ নেই
শোকের ঘন কালো মেঘ ছাড়া কোনো ছায়া নেই।
তারপরও ধ্বংসের জগদ্দল পাথর সরিয়ে
ফিনিক্স পাখির মতোই জেগে ওঠে মানুষ,
মৃত্যুরই উপত্যকায় চাষ করে স্বর্ণপ্রসূ জীবনের ফেনিল ফসল।
আসলে, মৃত্যু সে কখনো চূড়ান্ত সত্য নয়;
সত্য শুধুই জীবন,
মৃত্যুর কুজ্ঝটিকা সরিয়ে
বারে বারে যে ফিরে আসে নতুন সূর্যালোক নিয়ে
বর্ণের বৈভবে রাঙাতে এ-মৃত্যুহীন প্রাণ।

ইডিআইআই হোস্টেল, আহমেদাবাদ, গুজরাট,
২৮ মার্চ ২০০১

CamScanner

কোথাও যাবো না আমি

আমার স্বপ্নের নীলিমা ঘিরে
হিংস্র নখর-দন্ত উঁচিয়ে শকুনেরা ওড়াওড়ি করে।
দুঃস্বপ্নের কিনারায় দাঁড়িয়ে আমি
কেবলই ইষ্টনাম জপি।
কে যেন আমাকে তখন কানে কানে বলে–
পালাও! পালাও!!
ফিরে যাও নিজ বাসভূমে!
ধন্দে পড়ে যাই আমি
তবে কি আমার জন্মভূমি এই দেশ
আমার নিজ বাসভূম নয়?
আমি কি এখানে কেবলই এ অনাকাঙ্ক্ষিত আগন্তুক?
কণ্ঠস্বর কেবলই বলে চলে–পালাও! পালাও!!
আমি বুঝি না কেন পালাবো আমি?
কোথায়ই-বা যাবো?
কোন অজানা-অচেনা গন্তব্যে?

আমারই এক আমি তখন
ভেতরবাড়ি থেকে দ্বিধাহীন উচ্চারণে বলে–
কে বলে আমি এক অনাহুত অতিথি এখানে?
আমি যাবো না
কোথাও যাবো না আমি এই দেশ ছেড়ে
এই মাটি ও মানুষ ছেড়ে।
আমার অশ্রু ও ঘাম, আমার নাড়ির টুকরো,
মিশে আছে এই মাটিরই শরীরে।
এই দেশের আলো ও বাতাসে
এই মাটিরই মমতায় সিক্ত হয়ে
জন্ম নিয়েছে এই মন ও মনন।
এ আমার দেশ, আমার জন্মের ঠিকানা।
আমি যাবো না
কোথাও যাবো না আমার ঠিকানা ছেড়ে।

সিলেট, আগস্ট ২০০১

আকাশে উল্কাপাত দেখে

আকাশে আজ যুদ্ধ লেগেছে।
আকাশ তাই ছুঁড়ে মারে উল্কার মিসাইল;
প্রতিপক্ষ তার অসীম শূন্যতা।
শূন্যতার গুহাভ্যন্তরে বসে মিটিমিটি হাসে লাদেন
–এই অসম যুদ্ধের শিখণ্ডী নায়ক।
কিন্তু কোথায় লাদেন?
চারিদিকে কেবলি নিঃসীম নিঃশব্দতা।

একদিন জ্যোৎস্নার বুকে দেখেছিলাম
চলচ্চিত্রের কোনো দৃশ্যের মতো সম্পূর্ণ ধসে গেলো 'টুইনটাওয়ার'
–ধনতন্ত্রের অভ্রভেদী অহংকার।
ধসে গেলো যুদ্ধ-দেবতার গর্বোদ্ধত প্রাসাদ
–পেন্টাগন।
তারপরই শুরু হলো আকাশে এই উল্কাপাত।
শুরু হলো যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা
শূন্যতার বিরুদ্ধে অহংকারের আস্ফালন,
শুরু হলো ধু-ধু মরুভূমির বুক জুড়ে চাষ করা কার্পেট বোমা,
নিরীহ নারী, শিশু ও বৃদ্ধের রক্তের হোলিতে
উর্বর করে তোলা ধ্বংসে ধ্বংসে বিবর্ণ এ শুষ্ক প্রান্তর।

আকাশে কেবলই উল্কাপাত।
শূন্যতার বিরুদ্ধে অবিরাম গোলাবর্ষণ
নৈঃশব্দ্যের বুকে হিংস্রতার গর্জন।
কিন্তু আর কতো এই যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা?
আর কতো এই শক্তির আস্ফালন?
আর কতো নিরীহ প্রাণের অর্ঘ্যে সাজানো অহংকারের বেদীমূল?

সিলেট, ১৯ নভেম্বর ২০০১

CamScanner

অতিক্রম

যখন দর্পী দিন আসে আলোতে ও আবিরে
ছায়াহীন রাত্রি চলে যায় দিনেরই গভীরে,
আবার রৌদ্রতপ্ত দিন যখন নিজেকে লুকায়
কৃষ্ণগোলাপের মতো রাত্রির আলখেল্লায়;
রাত্রি তখন প্রকাশিত হয় নিজস্ব মহিমায়।
আসলে, কিছুই হারায় না এ জীবনে
না কোলাহলে–না বিজনে,
শুধুই বদলে বদলে যায়
রূপ থেকে অরূপে–অনন্ত শূন্যতায়;
এভাবেই আমরা নিরন্তর কেবল নিজেকে অতিক্রম করে যাই।

ঢাকা, ১৭ জানুয়ারি ২০০২

CamScanner

বিশ্বাসের পঙক্তিমালা

এই সময়
এই আকাশ-বাতাস-প্রকৃতি
সব যেন কেমন দ্রুত বদলে যাচ্ছে।
জীবনের সফ্‌টওয়্যারে কে যেন ঢুকিয়ে দিয়েছে বিষাক্ত ভাইরাস,
বাতাসের গভীরে ঝাঁক ঝাঁক সিসা আর বারুদের পিরানহা
কেবলই খুঁটে খুঁটে খায় জীবনের মেদ ও মাংস।
এখন ক্রমশ ভেঙে পড়ছে বিশ্বাসের বার্লিন প্রাচীর;
আকাশের বুক থেকে অন্তর্হিত আজ ভালোবাসার নীল রং,
প্রকৃতির হৃদয় থেকে সমস্ত সবুজ।
জনপদ আজ অরণ্য
শ্বাপদের দখলে মানুষের ঘর ও বসতি,
মহাজলধি আজ এক বিস্ফোরণোন্মুখ আগ্নেয়গিরি।
জীবনে আজ জীবনও নেই
বিশ্বাস আমি স্থাপন করবো কোথায়?

আসলে নিজস্ব ছায়া ছাড়া আজ আর বিশ্বস্ত কিছু নেই।

ঢাকা, জানুয়ারি ২০০২

CamScanner

এক অন্যরকম এলিজি

মহিমা,
তোমাকে নিয়ে কোনো কবিতা লিখবো না।
কারণ, কী করে ভুলবো আমি
তোমার শরীর নিয়ে কতিপয় শকুন
আদিম উৎসবে মেতেছিল,
তোমার অসহায়তার চিত্রে
উল্লাসে ফেটে পড়েছিল রিরংসু সমাজ।
কেউ কিছু বলেনি।
মানুষের এই অমানবিকতায়
সমাজের এই সীমাহীন অধঃপতিত রূপ দেখে
তুমি
    লজ্জায়–
        ঘৃণায়–
অনন্ত অন্ধকারে মুখ লুকিয়েছো,
আর নগ্ন করে খুলে দিয়ে গেছো
এই মানুষেরই সমাজের ভব্যতার সবটুকু মুখোশ।
যে তরল গরল তুমি কণ্ঠে ঢেলেছো
তাতে তোমার কিছুই হয়নি
বরং মহিমাই বেড়েছে তোমার;
শুধু নীলকণ্ঠ হয়েছে সমাজ।
এই নীল বিষে জর্জরিত নিশ্চেতন সমাজেরই একজন
আমি এক অশক্ত কবি
আজ এইসব পশুদের কথা ভেবে
কেবলই অক্ষম ক্রোধে
নতমুখ কলমের জিহ্বা দিয়ে
শুধু ক্ষমাহীন উগড়ে দিলাম এই ঘৃণার বারুদ।

সিলেট, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০২
(তরুণী মহিমা কতিপয় নরপশুর লালসার শিকার হয়ে লজ্জায়-আত্মধিক্কারে বিষ খেয়ে আত্মাহুতি দিয়েছিল।)

CamScanner

অবিনাশী জীবন

প্রতিদিনই সূর্যোদয় হয়
প্রতি দিনশেষে সূর্যাস্ত।
প্রতি মুহূর্তেই জীবন জন্ম লয়,
প্রতি জীবনে মৃত্যু এসে হানা দেয়
প্রতি পলে-অনুপলে;
তথাপি জীবন কখনো হয় না পরাস্ত
মৃত্যুর চিতায় তবু জীবনের শিখা নিরন্তর জ্বলে।
আর তাই, মৃত্যু নয়,
জীবনের আরাধ্য সে শুধুই জীবন।
প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে
মৃত্যুর তটরেখা ছুঁয়ে তাই
জেগে ওঠে নতুন জীবন।

সিলেট, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০২

চেনা–না চেনা

অন্ধকারের মশারির ভেতর
সব দূরত্বের কাঁটাতার দুমরে-মুচড়ে
স্পর্শের জ্যোৎস্নাপ্রান্তরে ভাসতে ভাসতে
আরো কাছাকাছি–আরো নিবিড় হয়ে এলে
জন্ম-জন্মান্তর ধরে পরস্পর লগ্ন হয়ে থাকা
এই আমরা দু'জন একে অপরকে খুলতে থাকি,
খুলতে থাকি সভ্যতার সমস্ত মুখোশ,
জীবনের ভাঁজে ভাঁজে লেপ্টে থাকা অঙ্গাভরণ।
দু'জনে আরো ঘন-নিবিড় হই
একে-অপরের কণ্ঠলগ্ন হয়ে দাঁড়াই।
সমস্ত বাহ্যিক কৃত্রিমতা ঝেড়ে ফেলে
সেই আদি ও অকৃত্রিম আমরা যখন মুখোমুখি হই,
তখন একে-অপরকে যেন কেমন অচেনা ঠেকে।

আসলে, আমাদের চেনা-জানা এই মুখোশ
–এই সাজানো পরিচয় খুলে ফেললেই
কেমন যে অচেনা হয়ে যায় চিরচেনা এই মানুষ।

সিলেট, ১৬ আগস্ট ২০০২

CamScanner

মানুষের চেয়ে দীর্ঘ কিছু নেই

শুরুতে ছিল অসীম শূন্যতা,
তারপর জন্ম হলো জীবনের।

এবং অতঃপর
সময়ের সাথে বেড়ে ওঠে মানুষ,
তারপর দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে মানুষের প্রতিকৃতি।

মানুষের ক্রমশ উঁচু হয়ে ওঠা উদ্ধত মাথা
অনন্ত আকাশ ফুঁড়ে আরো উঁচু হতে থাকে,
মানুষের প্রসারিত হাত দীর্ঘ হতে হতে
নির্বিবাদে পেরিয়ে যায় মহাকালের অনন্ত সীমারেখা,
আর ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে
অনায়াসে অতিক্রম করে যায় অসীম দিগন্ত।

আসলে, মানুষের চেয়ে দীর্ঘ কিছু নেই,
এমনকি অনন্ত মহাকালও দীর্ঘতর নয় মানুষের চেয়ে।

সিলেট, ৩ আগস্ট ২০০৩

CamScanner

কবিতার শব্দবীজ

ভালোবাসার স্বেদবিন্দু থেকেই জন্ম নেয় কবিতার শব্দবীজ।

আমি তাই ভালোবাসার চাষ করেছি আমার হৃদয়ের উপত্যকায়।
সেখানে একদিন কুসুমিত হয়ে উঠবে ভালোবাসার পুষ্পকোড়ক,
আর তা থেকেই জন্ম নেবে কবিতার শব্দবীজ;
এবং একদিন এই শব্দবীজ দিয়েই
আমি ধরবো আমার অধরা কবিতাকে।

সিলেট, ৯ নভেম্বর ২০০৪

CamScanner

সময় আমাকে বদলে দিয়েছে

সময়ের সাথে সবকিছু বদলে বদলে যায়
বদলে যেতে হয়।
একদিন যে ছোট্ট শিশুপাতা সবুজ জামা গায়ে
হেসে খেলে বেড়াতো জীবনবৃক্ষের শাখায়,
সে-ই তো পরে ধূসর বিবর্ণ হয়ে ঝরে যায় কালের করতলে।

সময় আমাকেও বদলে দিয়েছে।
আমার অভিজ্ঞতার ঝুলিতে আজ জমা পড়েছে
সময়ের অনেক মেদ ও মাংস,
স্মৃতির সেলুলয়েডে থরে-বিথরে সাজানো আছে সময়ের নানা চিত্রকল্প।

একদিন যে-আমি ভুলেও কখনো কারো অকল্যাণ কামনা করিনি
কাউকেই ঘৃণা করিনি–নিষ্ঠুর হতে পারিনি কখনো কোনো কারণেই;
আজ সেই আমিও জেনে গেছি
বৃহত্তর কল্যাণের প্রয়োজনে
কখনো কারও অকল্যাণ কামনা করতে হয়
কাউকে কাউকে ঘৃণা করতে হয়
প্রয়োজনে নিষ্ঠুরতাও একান্ত কাম্য মনে হয়।

এ আমার স্বেচ্ছাকৃত কোনো পরিবর্তন নয়,
সময়ই আমাকে এভাবে বদলে দিয়েছে।

সিলেট, ৯ মে ২০০৫

CamScanner

ভালোবাসার জন্য অপেক্ষা

কুসুমে কীট আছে জেনেও আমি কুসুম ভালোবাসি,
এই ভালোবাসার কারণেই পরোয়া করিনি কাঁটার জ্বালাও।

ভালোবাসায় বেদনা আছে জানি;
তবু, ভালোবাসারই জন্যে করুণ কাতর এই আমি
অপেক্ষায় অপেক্ষায় কাটিয়ে দিই অজস্র বিনিদ্র রজনী।

সিলেট, ৯ মে ২০০৫

কালনীর কবি

বাউল শাহ আবদুল করিম-এর নবতিতম জন্মদিনে

উত্তরের সবুজ উত্তরীয় জড়ানো খাসিয়া পাহাড় জানে
শনি, বরাম আর টাঙ্গুয়ার হাওর জানে
উপরের নিঃসীম নীল চাঁদোয়া জানে
ধলের মেলা জানে
জানে কালনীর ঢেউ,
জানে তারা
একজন কবির জন্ম এবং বেড়ে ওঠার সেই চিরায়ত কাহিনি।

বর্ষার হিজল-করচ জানে-জানে চঞ্চলা পানকৌড়ি,
কবির হৃদয়মথিত বাণীর সুরেলা স্পর্শে
ভরা হাওরের বুকে জাগে ভালোবাসার তিরতির কম্পন।
দখিনা বাতাস জানে-জানে পাহাড় ও নদী,
কবির মতোই মাটি ও মানুষের অনিবার্য ভালোবাসার টানে
নীচে নেমে আসা পাহাড়ী ঝর্ণায় জাগে বিচূর্ণিত জলের ক্রন্দন।

আজ আবহমান বাংলার মাটি ও মানুষ-নীলিম নিসর্গও জানে
ভাটি বাংলার এই চারণ কবির কথা,
জানে তারা
সে যে লোকায়ত ঐতিহ্যের কোলে বেড়ে ওঠা এক সহজিয়া বাউল
-কালনীর কবি।

সিলেট, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৬

CamScanner

নাম তাঁর বাংলাদেশের হৃদয়

দেশের বরেণ্য কবি শামসুর রাহমান ১৭ আগস্ট ২০০৬ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে ৬:৩৫ মিনিটে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে এ কবিতাটি রচিত।

শামসুর রাহমান
চলে গেলেন নিরালোকে দিব্যরথে;
চলে গেলেন সমস্ত প্রান্তর কাঁপিয়ে দিয়ে
শূন্যতায় ভাসিয়ে দিয়ে দুঃখিনী বর্ণমালা।
পেছনে পড়ে রইলো
স্মৃতিমাখা বিউটি বোর্ডিং
আশৈশবের প্রিয় শহর ঢাকা, প্রিয়তমা বাংলাদেশ।
তিনি চলে গেলেন অনেক প্রিয়মুখ ছেড়ে
প্রিয়তম লেখার টেবিল–কবিতার পাণ্ডুলিপি ছেড়ে।
কিন্তু তাঁর কাশের গুচ্ছের মতো সাদা সাদা চুল
আসাদের সার্টের মতো সংগ্রামী চেতনা হয়ে
অবিরাম উড়তেই থাকবে আমাদের কবিতার দিগ্বলয়ে।
তাঁর শিশুর মতো সহজ সরল মুখ
অলৌকিক আভায় উজ্জ্বল হয়ে
চিরকাল উদ্ভাসিত থাকবে নিসর্গের হরিৎ মানচিত্রে।
তাঁর কবিতার পঙক্তিগুলো
আকাশচেরা বিদ্যুল্লতার মতো
সমস্ত অন্ধকার মুছে দিয়ে চিরকাল গেঁথে যাবে বাংলাদেশের বুকে।
তাঁকে ভোলা যাবে না–মোছা যাবে না এ নাম।
কারণ, শামসুর রাহমান,
এই নাম আজ বাংলাদেশের হৃদয়।

সিলেট, ১৮ আগস্ট ২০০৬

CamScanner

একটি জিজ্ঞাসা

আমাদের এখানে আলো নেই
তাই তো তোমাদের ওখানে নিয়নবাতি জ্বলে,
স্নিগ্ধ আলোর মোহন জ্যোৎস্নায় ভেসে যায়
তোমাদের ঘর-গেরস্থালি, জীবন-যৌবন, কামনা-বাসনারা,
যেভাবে ঝড়ে-জলোচ্ছ্বাসে আর অতিবর্ষণে
ভেসে যায় আমাদের ওষ্ঠাগত জীবন।
আমাদের এখানে ক্ষুধা-দারিদ্র্য ও মহামারী
আটপৌরে জীবনের সঙ্গী হয়ে থাকে অনুক্ষণ,
তাই তো তোমাদের ওখানে
জোয়ারের মতো ফুলে-ফেঁপে ওঠে বিত্ত ও বৈভব,
বিলাস-বসন।
তবু কি সুখে আছো তোমরা?
আমাদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আর দীর্ঘশ্বাসের ভূমিকম্পে
কখনো কখনো-কি কেঁপে ওঠে না তোমাদের প্রাসাদোপম অট্টালিকা?
কখনো কি তোমাদের হৃদয়ের গভীরে
একটি অজানা অতৃপ্তি খচখচ করে ওঠে না?
সুখের অসুখে কি কখনো জর্জরিত হও না তোমরা?

সিলেট, মে ২০০৭

CamScanner

পুনর্জন্ম

প্রচণ্ড শব্দময়তায় আকীর্ণ আমার পৃথিবী যখন
নিষ্প্রাণ শব্দহীনতায় অবসিত হয়
ধ্বনিব্যঞ্জনায় মুখর আটপৌরে জীবন হয়
ভাষাহীনতায় ক্লান্ত-স্থবির
চোখের দ্যুতিতে সতত সঞ্চরমান বর্ণের বিভাস্বিত জগৎও যখন
বর্ণহীনতায় ধূসর-বিবর্ণ হয়ে যায়
তখন ফাল্গুনের একটি অন্যরকম ভোর
আমাকে আবার নতুন করে জাগিয়ে তোলে
বসন্তের সমস্ত বৈভব ফুটে ওঠা পুষ্পরাজির স্নিগ্ধ মধুরিমা
বর্ণের ইন্দ্রধনু মেলে প্রজাপতির ওড়াওড়ি
পাখিদের কূজন-কলগীত, মৌমাছির গুঞ্জরণ
ভাষার মাস জুড়ে ইথারে ইথারে ভেসে বেড়ানো বর্ণমালার সিম্ফনি
সমস্ত কিছু অবলীলায় ছায়া ফেলে আমার মগ্ন চৈতন্যে
আমাকে মুহূর্তে ফিরিয়ে নিয়ে যায় আমার তারুণ্যে
প্রথম যৌবনের সেই উচ্ছল দিনগুলোতে
আমি আবার আমাতে স্থিত হই
সৃজন-আবেগে আপ্লুত হয়ে ছুটে চলি
এক পুষ্পকোড়ক থেকে আরেক পুষ্পকোড়কে
বৃক্ষ-লতা-বনভূমে
নদী থেকে সাগরে
এক জীবন থেকে আরেক জীবনে
এভাবেই
বারে বারে আমি
মৃত্যুকে অতিক্রম করে পৌঁছে যাই জীবনের এভারেস্ট চূড়ায়

সিলেট, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৮

CamScanner

রাত্রি

আকাশ আমাকে একদিন রাত্রির কাহিনি শুনিয়েছে।
বলেছে–
অন্ধকারের আলখেল্লায় ঢেকে আছে বলে উপেক্ষা করো না তাকে;
বস্তুত সব সৃষ্টিরই জনয়িতা এই রাত্রির অন্ধকার।

আকাশই কেবল জানে প্রকৃত রাত্রিকে।
সে-তো সারাক্ষণ নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে রাত্রির দিকে,
রাত্রির গোপন পক্ষপুটে কী করে বদলে যায় সময়ের দৃশ্যপট
তা কেবল আকাশই ভালো জানে।
সে জানে
অন্ধকারের অন্তহীন পক্ষ সঞ্চালনেই
জন্ম নেয় এই অবিনাশী আলো,
জানে, রাত্রির প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে
বদলে যায় প্রকৃতির রং ও রূপ,
অন্ধকারের গর্ভকোষেই জন্ম নেয় অনন্ত আলোর দীপ্র ফল্গুধারা।

আসলে,
এ বিশাল বিশ্বের সৃষ্টিও তো রাত্রির অন্ধকারেই।

সিলেট, ২০ আগস্ট ২০০৮

CamScanner

অন্যরকম ভোর

দিন যায় রাত্রি আসে
রাত্রির আলখেল্লা সরিয়ে দেখা দেয় ভোরের সূর্য।
কালের নিয়মেই
কাল ক্রমাগত এগিয়ে চলে,
সেখানে
দিন-রাত্রি, সকাল-সন্ধ্যার মধ্যে
বাস্তবিক কোনো পার্থক্যই নেই।
অখণ্ড মহাকালের অদৃশ্য সুতোয়
কোটি পল-দণ্ড-প্রহরের গ্রন্থিবিহীন গ্রন্থিতে
বাঁধা পড়ে আছে এইসব দিনরাত্রি–সকাল-সন্ধ্যার খেলা।
তবু একটি অন্যরকম ভোর
আমাদের চেতনার সমুদ্রে জোয়ার জাগায়
সুপ্তির গহ্বরে শায়িত আমাদের হৃদয়ের উপত্যকায় বসে
শোনায় জীবনের বৈতালিকী।
সে, পহেলা বৈশাখ,
আমাদের নববর্ষের প্রথম ভোর।

সিলেট, ১১ এপ্রিল ২০১১

ঈশানে বিষাণ বাজে

ঈশানে বিষাণ বাজে
বজ্রনিনাদে আসে ওই রুদ্র বৈশাখ,
মহাকাল মন্দিরে বাজে
শোনো ওই বিজয়েরই শাঁখ।

বৈশাখ এসেছে তাই
আমাদের চেতনার জমিনে বর্ষা হলো শুরু,
ঈশানের পুঞ্জমেঘে
কালবোশেখীর দাপাদাপি, মেঘ গুরু গুরু।
সমস্ত প্রকৃতিতে
এক নূতনের উদ্ভাস
এক নবযাত্রার সূচনাসঙ্গীত
হাওয়ায়-হাওয়ায়, দিগন্ত থেকে দিগন্তে তারই প্রচ্ছন্ন প্রকাশ।
যাবতীয় অতীত গ্লানি, হতাশা আর নৈরাশ্যের
সমস্ত কলঙ্কচিহ্ন মুছে দিয়ে, হে সময়সারথি,
আজ শুরু হোক নতুন যাত্রা
শুরু হোক নবজীবনের মঙ্গল-আরতি।

ঈশানে বিষাণ বাজুক
বজ্রনিনাদে আসুক সেই রুদ্র বৈশাখ,
মহাকাল মন্দিরে বেজে উঠুক
প্রত্যাশিত সেই বিজয়েরই শাঁখ।

সিলেট, এপ্রিল ২০১১

CamScanner

তোমার জন্মদিন আজ জাতির জন্মদিন

বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত পঙক্তিমালা

নিজের জন্মের ইতিহাস জানে না মানুষ;
লোকমুখে শুনে, খুঁজে খুঁজে জেনে নিতে হয় সেই কাহিনি।
কিন্তু, জন্মের পর মানুষ
যাপিত সময়ের প্রতি অণু-পরমাণু দিয়ে লিখে যায় নিজের জীবনের ইতিহাস,
যে-ইতিহাস কখনো কখনো নিজেকে ছাপিয়ে
হয়ে যায় সমগ্র জাতির–বৃহত্তর মানবতার ইতিহীন ইতিবৃত্ত।

বঙ্গবন্ধু,
তুমি তোমার নাতিদীর্ঘ জীবনের
প্রতিটি পল-দণ্ড-মুহূর্তকে পরিণত করেছো এক-এক অনন্য ইতিকাহিনিতে,
শরীরের প্রতি রক্তবিন্দু দিয়ে রচনা করে গেছো
অবিস্মরণীয় সব আখ্যান
–জাতির গৌরবোজ্জ্বল অগ্রগমনের ইতিহাস।
তুমি অভিধান থেকে ত্যাগ-তিতিক্ষা-আত্মোৎসর্গ–
এইসব শব্দাবলিকে তুলে এনে
নিজের জীবনে স্থাপন করেছিলে শ্রেষ্ঠতম দৃষ্টান্ত দিয়ে;
তুমি আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়ে গেছো
দেশের জন্যে, জাতির জন্যে
কী করে অবলীলায় জীবনও বিলিয়ে দেওয়া যায়।
বঙ্গবন্ধু, তোমার জীবন কখনোই তোমার একার জীবন ছিল না,
সে ছিল সমগ্র জাতির এক গৌরবদীপ্ত ইতিহাস,
তোমার জন্মদিন তাই প্রকৃত অর্থে জাতিরই জন্মদিন।

সিলেট, ১৩ মার্চ ২০১৩

CamScanner

মধ্যাহ্নেই সূর্যাস্ত

গণমানুষের কবি দিলওয়ারের অকালপ্রয়াণে

মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রখর উত্তাপে প্রতপ্ত এই জনপদে,
ধারালো বর্শার মতো যখন আঘাত হানে সূর্যরশ্মিফলা,
তখনও থেমে থাকে না জীবনপিয়াসী মানুষের পথচলা।
সেই হাজারো মানুষের ভিড়ে আমিও ক্লান্তপদে
পথে নামি একা অবসন্ন-হৃদয়,
গন্তব্য ভার্থখলা, কবির নিলয়।
যে কবি যৌবনের প্রারম্ভ থেকে সমস্ত সময় ধরে
মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে লড়ে
রাহুর বিরুদ্ধে চিরলড়াকু সূর্যের মতোই
আমাদের পাণ্ডুর আকাশে ছড়িয়ে দিয়েছেন
এক অন্তহীন প্রাণদ আলো
ষাট বছরেরও অধিক এক বিরল সৃষ্টিশীল জীবনে,
সেই তিনি আজ হঠাৎ-ই থেমে গেলেন
গন্তব্যের আগেই, মধ্যগগনে,
কোনোরকম পূর্বঘোষণা ছাড়াই
সৃষ্টির উত্তুঙ্গসময়ে, দিবসের মধ্যাহ্নবেলায়।
যেন মধ্যাহ্নেই সূর্যাস্ত হলো;
হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হলো দিনের আলো,
অসংখ্য অনুরাগীর ভিড়ও তাই মনে হয় এখন
সব হারানোর বেদনায় বিবিক্ত বিজন।
এক অন্তহীন শূন্যতা তাই
বিষাদের চাদর হয়ে ঢেকে দেয় আমাদের সকল সুস্মিত সময়।
নিঃশব্দ চীৎকারে কেঁদে ওঠে শুধু বিপন্ন হৃদয়;
স্তব্ধতায় বিমূঢ় হই ঘটনার আকস্মিকতায়,
তারপরও শান্তনা খুঁজি কবিরই ভাষায়–
'যে তুমি এখন নেই মানবের পরিচিত গ্রহে
সে তুমি নিয়ত আছো নিরন্তর আয়ুর আবহে।'

সিলেট, ১০ অক্টোবর ২০১৩

CamScanner

বিন্দু

যাকে দেখি তাকেই ভালো লাগে,
যাকে পাই তাকে আরো বেশি করে চাই।
এ কেমন অগস্ত্য-তৃষ্ণা আমার,
কিছুতেই মিটে না পিপাসা–ভরে না এ-মন!
কিন্তু, তা'ই-বা বলি কী করে?
যে আমি এক গণ্ডুষে পান করি পুরোটা সমুদ্র
কখনো এক বিন্দু শিশিরেই ভরে যায় সেই তৃষ্ণার্ত হৃদয়!
তাই, সাগরে নয়,
বিন্দুতেই খুঁজি আমি সিন্ধুকে।

সিলেট, ০৭ এপ্রিল ২০১৪

CamScanner

একটু ছুঁয়ে দিও

ভালো লাগে, কেউ যদি বলে 'ভালো',
'মন্দ' বলে যদি কেউ, তাও ছড়ায় আলো।
কিন্তু কিছুই যদি না বলে দেখেও না ফিরে,
কেবলই দীর্ঘশ্বাস পড়ে বেদনাহত বুক চিরে।
উপেক্ষার পরিবর্তে তাই হৃদয়-বাতায়নে দেখে নিও,
প্রাণের আলোয় ভালোবেসে অন্তত একটু ছুঁয়ে দিও।

সিলেট, ১৯ এপ্রিল ২০১৪

CamScanner

জীবন–সময়েরই অন্য নাম

আমরা যাকে জীবন বলি
সে-তো অবিনাশী সময়েরই অন্য নাম,
অনন্ত সময় তাই অন্তহীন ধ্বনিব্যঞ্জনায়
অবিরত বলে যায় এই জীবনেরই শুভনাম।
মৃত্যুতেও তাই থামে না জীবন
মহাকাল এগিয়ে চলে মহাজীবনেরই বেশে,
জীবন-মৃত্যু সব একাকার হয়ে যায়
কালের এই কান্তিমান করপুটে এসে।

সিলেট, ২৫ এপ্রিল ২০১৪

হারিয়ে গেলে আর ফিরে পাওয়া যায় না

না, যায় না;
একবার হারিয়ে গেলে আর ফিরে পাওয়া যায় না।

যে সময়টা হারিয়ে যায় সময়ের স্রোতে
তা আর কখনো আসে না ফিরে।
সেই মানুষ কি আবার ফিরে আসে তার পুরোনো রূপে
যে মানুষটি একদিন হারিয়ে যায় অজস্র মানুষের ভিড়ে?
যে হৃদয় হারায় আরেক হৃদয়ের অতলান্ত গহ্বরে
তাকে আর কখনো যায় না আনা ফিরিয়ে।
যে সম্পর্ক একবার হারিয়ে যায় জীবনের ছায়াপথ থেকে
সে আর কখনো ফিরে না আগের উষ্ণতা নিয়ে।

আসলেই, একবার হারিয়ে গেলে আর যায় না ফিরে পাওয়া,
তাই এ জীবনে ফিরে আসা নয়, কেবলি যাওয়া–চলে যাওয়া।

সিলেট, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪

CamScanner

ছবি তোলা

জীবনটা এক ধরনের ছবি,
প্রকৃতির কোলে এক চলমান সময়ের দৃশ্যকাব্য।

ছবি তোলে সবাই,
সবাই নিজেকে ছবির ফ্রেমে বন্দি করে দেখতে চায়।
আমরা তাই জীবনের প্রায় পুরোটা সময় জুড়ে
ছবি তোলার নানারকম প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত হয়ে থাকি।
আমরা সুন্দরের ছবি তুলি,
সুন্দরের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলি।
প্রকৃতির খণ্ড খণ্ড চিত্রকে
আমরা ধারণ করি আমাদের আকাঙ্ক্ষার ফ্রেমে,
প্রিয়জনকে নিয়ে নিয়ত ছবি তুলি আমরা
সুন্দরী রমণীর সাথে ছবি তোলায় মত্ত থাকি
বিখ্যাত ব্যক্তিদের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠি
দেবতা বা দেবীর সাথেও ফটোসেশনে ব্যস্ত হই।

কিন্তু হায়,
নিজের অন্তরাত্মার কোনো ছবি আমরা তুলি না।

সিলেট, ০৪ অক্টোবর ২০১৪

CamScanner

কাল সারারাত

কাল সারারাত ঘুম আসেনি চোখে
ঘুমের পরিরা চলে গেছে দূরে–অভিমানে, দুঃখে;
যতোই ডেকেছি কাছে, ভালোবেসে,
ততোই দূরে সরে গেছে তারা, কপট হেসে।
নিরুপায় আমি ভেড়া গুনেছি
উল্টো করে নামতা পড়েছি
যোগব্যায়াম-মন্ত্রপাঠ কিছুই রাখিনি বাকি,
তবু অভিমান ভেঙে ঘুমের পরিরা এসে বাঁধেনি রাখি।
চোখ বুজে আসে ক্লান্তির ভারে, অবসাদ শরীরময়,
তবু ঘুম আসে না–একাকিত্বের যন্ত্রণা দুঃসহ মনে হয়।
তখন তোমাকে করেছি স্মরণ,
কিন্তু তুমিওতো ছিলে ঘুমের অতলে, নিদ্রামগ্ন।
অবশেষে,
কবিতা-কিশোরী এসে
একাকিত্ব ঘুচিয়ে বাঁচিয়ে দিলো আমায়;
অতঃপর, যথারীতি তাকে নিয়ে মত্ত হওয়া সেই পুরোনো খেলায়।

সিলেট, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫

CamScanner

একাকীত্ব

একান্নবর্তী পরিবারে জন্ম আমার।
বেড়ে ওঠা অনেক মানুষের ভিড়ে
কল্লোলিত কোলাহলের মধ্যে;
সমবয়সী অনেক বন্ধু ও স্বজনকে ঘিরে।
তারপরও একাকীত্ব আমার নিজস্ব সঙ্গী
একা থাকি, কথা বলি একান্তই নিজের সাথে।
এমনকি অসংখ্য ভিড়ের মধ্যেও
অনেক কোলাহলের মাঝেই
নিমেষে একাকী হয়ে যাই আমি।

কিন্তু মানুষ কি সত্যিই একা হয়?
আমি জানি না।
তবে, যখন নিতান্তই একা থাকি আমি,
তখনও দেখি
আমার ভেতরে খেলা করে অন্য কেউ,
কোলাহল করে আমার একাকীত্ব ভেঙে।

সিলেট, ২ জুন ২০১৬

CamScanner

ভালো থেকো বাংলাদেশ

অনেক প্রাণের দামে কেনা আমার যে স্বাধীনতা
অনেক রক্তের রঙে রাঙা আমার যে প্রিয় পতাকা
তা কখনো কখনো ম্লান হয়ে যায়
ধূসর-বিবর্ণ হয়
অন্ধকার সময়ের আঁধার কালিমা মেখে.
আমার প্রিয় যে স্বদেশ–মাতৃভুমি
কখনো হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়
স্বাধীনতাবিরোধীদের উদ্ধত আস্ফালন দেখে
সাম্প্রদায়িকতার উত্থান
আর মৌলবাদ-জঙ্গীবাদের নগ্ন নখর দেখে;
তবু মাথা নত করে না স্বাধীনতা
তবু রঙিন স্বপ্নেরা ভিড় করে স্বদেশের বুকে
তবু লাল-সবুজের পতাকা নিশ্চিন্তে ওড়ে সুনীল আকাশে।
যতোই ঝড়-ঝঞ্ঝা আসুক
যতোই অন্ধকার ঘনাক
ঘৃণ্য শ্বাপদেরা শানাক হিংস্র নখর,
তবু ভালো থেকো বাংলাদেশ
ভালো থেকো প্রিয় পতাকা–স্বপ্নের স্বাধীনতা
ভালো থেকো প্রিয় মাতৃভূমি–স্বদেশ আমার।

সিলেট, ৬ ডিসেম্বর ২০১৬

CamScanner

শৃঙ্খলমুক্তি

শৃঙ্খলমুক্তির আন্দোলনে আছি,
অথচ প্রতিনিয়ত জড়িয়ে যাচ্ছি নতুন নতুন শৃঙ্খলে।
সমাজ ও জাতির তথা মানবতার মুক্তির স্বপ্নে
নিরন্তর নিজেকে বিভোর রাখি,
তত্ত্ব ও তথ্যের শিল্পিত কারুকাজে
করতালির মুখর ছন্দে কথার ফোয়ারা ছোটাই লোকসমক্ষে;
অথচ নিজে ব্যাপৃত থাকি নিজেকে নিয়ে
আত্মরতিপ্রিয় মানুষের মতো,
নিজেরই স্বার্থের কাজে আত্মমগ্ন থাকি প্রতিটি মুহূর্ত।
প্রতিদিনই আরাধনা করি সত্য-সুন্দরের
কিন্তু নিজেকে জড়িয়ে রাখি মিথ্যের কুহকী মায়ায়।

এইসব বিশাল বৈপরীত্য নিয়েই
মানুষের সমাজে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকা আমাদের।
আজও তাই, মুক্তির কথা প্রতিনিয়ত বলেও,
নিজেই শৃঙ্খলিত থাকি
স্বার্থবাদিতার উর্ণনাভের সূক্ষ্ম তন্তুজালে।

সিলেট, ২০ মার্চ ২০১৭

CamScanner

উপলব্ধি

ছুটতে ছুটতেই কখনো থামতে হয়,
সামনের দিকে হাঁটতে গিয়ে
কখনো কখনো পিছন ফিরে তাকাতে হয়।
সারাক্ষণ আমাদের দৃষ্টি থাকে বাইরের দিকে,
কিন্তু কোনো কোনোদিন
কোনো একান্ত-নিভৃত মুহূর্তে
বাইরে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে ভেতরের দিকে তাকাতে হয়,
তাকাতে হয় একেবারে নিরাবরণ নিজের দিকে।

কখনো কখনো সব কিছু ভুলে গিয়ে
নিজেকে নিয়ে মগ্ন হতে হয়।

সিলেট, ৫ এপ্রিল ২০১৭

CamScanner

বেঁচে থাক জীবন

যখন জীবন বিপন্ন হয়
প্রাণ ধুঁকতে থাকে প্রাণেরই প্রান্তসীমায়,
সত্য অবদমিত হয় অসত্যের কাছে
ন্যায়-অন্যায়ের সীমারেখা
একটি সূক্ষ্ম সুতোর ওপর
পেণ্ডুলামের মতো কেবলই দুলতে থাকে;
তখনও একটি শব্দ
বিপুল বিক্রমে কথা বলে ওঠে,
তারই ধ্বনিতরঙ্গ মুহূর্তে ছুঁয়ে যায় প্রাণের প্রান্তর,
ইথারের মতো অদৃশ্যে থেকে
আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখে সে আমাদের;
তার নাম ভালোবাসা।
এই ভালোবাসাই শেষাবধি বাঁচিয়ে রাখে আমাদের,
অন্ধকার সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে
আলোর রেখা হয়ে দেখা দেয়।

আর এভাবেই জীবন বাঁচে জীবনেরই নিয়মে।

সিলেট, ২ মে ২০১৯

অন্ধকার শেষ কথা নয়

রাত দীর্ঘ হয়
অন্ধকার ক্রমশ ঘনীভূত হয়
জীবনের চারপাশে জেগে থাকে নানা বিপন্ন বিস্ময়;
অন্ধকারের জীবগুলো তৎপর হয়ে ওঠে
হিংস্র হায়েনারা শিকারের নেশায় এখানে-ওখানে ছোটে,
দূরের আকাশে কেবল তারারা রহস্যের ফুল হয়ে ফোটে।
এই অন্ধকারে মানুষেরা হারিয়ে ফেলে তার মানবিকতা
বিষাক্ত বিষ ছড়িয়ে চলে মৌলবাদ, জঙ্গীবাদ আর সাম্প্রদায়িকতা;
কতো নারী ও শিশু ধর্ষিত হয়–ছড়ায় কেবল ভয়ের বারতা।

কিন্তু, অন্ধকার শেষ কথা নয়
পরাজয় কখনোই চূড়ান্ত সত্য নয়,
ভয়ের গহীন অরণ্যেও জাগে নিশ্চিন্ত নির্ভয়।
রাত যত ঘন হোক, ভোরের প্রহর আসবেই,
ভোরের আকাশে রক্তিম সূর্য আলো ছড়িয়ে হাসবেই;
যতোই বিপন্ন হোক, জীবন তবু জীবনকে ভালোবাসবেই।

সিলেট, ২ মে ২০১৯

CamScanner

অনন্ত আকাঙ্ক্ষা

আমার হাতই শুধু ছুঁয়েছো তুমি
কখনও ছোঁওনিকো হৃদয়,
তবু কী করে যে গোপনে তুমি
আমার হৃদয় করেছো জয়!
আমার চোখে চোখ রাখোনি কভু
ঠোঁটে রাখোনি ঠোঁট,
তবু তোমারই সাথে বেঁধেছি আমি
এক অন্তবিহীন জোট।
আসলে, তুমি এক অলৌকিক জাদুকর,
মুহূর্তে সব কিছু বদলে দিতে পারো;
পারো জয় করে নিতে হৃদয় কারো।
তাইতো আমি আজ নতজানু, হে প্রেমিকপ্রবর।
তুমি চিরটাকাল দিয়েছো প্রেমের অনন্ত পাঠ
আমি শুধু মুগ্ধ বিস্ময়ে তোমাতেই নিমগ্ন থেকেছি
আর বারবার লুকিয়ে লুকিয়ে তোমাকেই দেখেছি,
তুমি অসীম অবজ্ঞায় বন্ধ করে দিয়েছো আমার দৃষ্টির কপাট।
তবু আমি তোমাকেই করেছি একান্ত আরাধ্য আমার,
সারাটা জীবন ধরে তাই তোমাকেই খুঁজে ফিরি বারংবার।

সিলেট, ৩১ মে ২০১৯

CamScanner

কালবেলা

আমার এখন এক স্থবির বন্ধ্যার কাল।
রাত্রির দীর্ঘ হাত এখনও ধরেছে রেখে সন্দিগ্ধ সকাল,
গোধূলির প্রায়ান্ধকার ছায়া ঢেকে দিয়েছে বিষণ্ন বিকাল।

শব্দেরা পলাতক, ধ্বনিরা সব বিপন্ন বেহাল,
সৃজনের সুনন্দ ভেলা শূন্যে ভাসে, জলের আকাল।
আমার এখন এক স্থবির বন্ধ্যার কাল।

কণ্ঠে নিনাদ নেই, নেই কোনো সুরের ইন্দ্রজাল,
রাগ ও রাগিণী সব স্তব্ধ আজ, স্তব্ধ বাদ্য ও তাল।
আমার এখন এক স্থবির বন্ধ্যার কাল।

হৃদয়ে গভীর অসুখ, মেধা ও মননে বন্ধ্যাত্ব করাল,
শরীর নিঃসাড়, নিস্তরঙ্গ জীবন-সময়টাও ভয়াল।
আমার এখন এক স্থবির বন্ধ্যার কাল।

সিলেট, ১৭ জুলাই ২০১৯

CamScanner

স্বপ্নপুরুষ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিবেদিত

বাস্তবে কখনও দেখিনি তোমাকে।
তোমাকে দেখেছি আমি আমার স্বপ্নের সীমানায়,
বারংবার;
দেখেছি তোমার ঋষিতুল্য মহান অবয়ব,
উজ্জ্বল মুখশ্রী, গৌরকান্তি চেহারা,
আর শরতের কাশের গুচ্ছের মতো তোমার শ্বেতশুভ্র কেশদাম,
মুখ আচ্ছাদিত করে রাখা শ্মশ্রুরাশি।
তুমি আমার স্বপ্নপুরুষ,
আমার স্বপ্নের আদি-অন্তহীন জগতের এক মহান নির্মাতা।

তোমাকে ঘিরেই আমার সকল স্বপ্ন;
তোমাতেই সকল সূচনা আমার,
সকল ভাবনা, সব কাজ তাও তোমাতেই সমর্পিত,
আমারই স্বপ্নের সানুদেশে।
স্বপ্নের অনুপম সে জোছনা-জগত জুড়ে তোমারই একক রাজত্ব,
সেখানে তুমিই একচ্ছত্র রাজ-রাজ্যেশ্বর।
আমার স্বপ্নাদ্য পৃথিবী জুড়ে তাই তোমারই বাণীর কারুকাজ
প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হয় ছন্দে ও সুরে,
তোমারই রং ও রূপ
সোনালী ঈগল হয়ে পাখা মেলে আমার স্বপ্নের অনন্ত আকাশে,
সেখানে সে প্রবল প্রাণাবেগে ছড়িয়ে চলে বর্ণের বিভা,
তারপর, অপরূপ কারুকাজে রচনা করে জীবনের কোলাজ।

আজন্ম-নির্মিত আমার সীমাহীন স্বপ্নের সাম্রাজ্যে
তুমিই মহা-অধীশ্বর;
তোমাকে নিয়েই আমার সকল স্বপ্ন, আমার জীবন,
তুমিই এক অনুপম পরিচর্যায় চিরসবুজ করে রেখেছ
আমার স্বপ্নের অনিন্দ্য-অপার পৃথিবী;
তোমাকে প্রণাম হে রাজাধিরাজ।

সিলেট, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯

CamScanner

একদিন আমাদের

একদিন আমাদের স-ব ছিল;
গোলাভরা ধান, গোয়াল ভরা গোরু, পুকুর ভরা মাছ...

কিন্তু আজ আর তার তেমন অবশিষ্ট নেই।
সময় এবং সভ্যতা সব কেড়ে নিয়েছে;
আমাদের জীবন থেকে নির্বাসিত আজ
সত্য ও সুন্দর, সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি।
সব কিছু কেড়ে নিয়েছে এই ভ্রান্ত সময়
কেড়ে নিয়েছে সভ্যতার নামে এই যান্ত্রিক জীবন।

আলোকিত পথের যাত্রী আমরা,
কিন্তু, আজও আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়ায় অন্ধকার,
আজও ভয়াল ভ্রুকুটি হানে পরাজিত শকুন ও শেয়াল।
অনেক দামে কিনেছিলাম প্রিয় সে স্বাধীনতা,
অনেক মূল্যে অর্জন করেছিলাম কাঙ্ক্ষিত বিজয়,
কিন্তু, সে-সব ছিনিয়ে নিতে আজও সদা তৎপর অশুভ আঁধার।

আসলে, দেবতা-অসুরের যুদ্ধ এখনও হয়নি শেষ,
এখনও ওঠেনি মাঠের ফসল, ভরেনি জীবনের গোলা।
অতএব, জাগো বন্ধুরা, দধীচির হাড় নিয়ে প্রস্তুত থাকো,
এ যুগের বৃত্রাসুরে আমরা করবো নিঃশেষ।

সিলেট, ২৭ নভেম্বর ২০১৯

CamScanner

প্রতিশোধ

শ্বেতাঙ্গ শাসকেরা
কালো নেটিভদের চিরকালই পায়ের তলায় পিষে রেখেছিল।
তাই তারা জুতোর রংকে করেছে কালো,
গাড়ির চাকা বানিয়েছে কালো রঙের করে;
আর একই কারণে,
কালো রং হলো অশুভের প্রতীক,
শোকের রংও তাই কালো।
কালো চিরকালই উপেক্ষিত,
চিরকাল অন্ধকার রাতই হয়েছে অশুভ কালরাত।

ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে থাকা কালো মানুষেরা
কখনও তার প্রতিবাদ করতে পারেনি,
পারেনি প্রাতিরোধে দৃপ্ত হয়ে উঠতে।
অবশেষে,
অনেক ভেবে তারা প্রতিশোধের একটি উপায় বের করেছে,
তারা কৌশল করে টয়লেট পেপারকে করেছে সাদা রঙের।

সিলেট, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯

CamScanner

মন

মনের খবর রাখে না তো মন,
এখানে-সেখানে ছুটে চলে যখন-তখন
হারিয়ে যায় নিঃসীম শূন্যতায়;
তবু হারায় না মন, জেগে থাকে অনুক্ষণ।

মনের মূল্য বুঝে না তো মন,
ইচ্ছে হলে যখন খুশি তখন
যাকে খুশি তারই কাছে সে
নিজেকে করে নিঃশব্দ সমর্পণ।

মন সে তো একান্ত স্বাধীন, আত্মমগন,
নিজের ভেতরেই সে ডুবে থাকে সারাক্ষণ;
কারো কাছে নতজানু নয় সে,
সে চায় কেবলই এক মুক্ত অনন্ত জীবন।

সিলেট, ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯

CamScanner

অখণ্ড মানবসত্তা

মানুষ খণ্ডিত হয় নানা বিভাজনরেখায়;
ধর্ম, বর্ণ, ভাষা-সংস্কৃতি,
রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক সীমারেখা খণ্ডিত করে অখণ্ড মানুষকে।
এই খণ্ড খণ্ড মানুষেরা
নিজেদের এক ও অখণ্ড মানবসত্তাকে ভুলে গিয়ে
লিপ্ত হয় পারস্পরিক হিংসা-দ্বেষ,
বিচ্ছিন্নবাদিতা আর মারামারি-হানাহানিতে।
একই রক্তধারা নিয়ে জন্ম নেওয়া মানুষ
একই আলো-হাওয়ায় বেড়ে ওঠা মানবসন্তান
সামান্য সংকীর্ণতাবোধের কারণে
ক্ষুদ্র-খিন্ন আপাত-স্বার্থের প্রয়োজনে
খণ্ড-বিখণ্ডিত হয়–বিভক্ত হয় নানা বিভাজনে।
কিন্তু এ-তো কখনও কাম্য নয়।
মানুষ বেঁচে থাকবে অখণ্ড রূপে,
এক, অদ্বিতীয় ও অবিভাজ্য সত্তায়।

আর নয় খণ্ড-ক্ষুদ্র করে বিপন্ন করে রাখা,
এবার মানুষ জাগুক অবিভক্ত মানবিক পরিচয়ে
জাগুক তার অখণ্ড মানবসত্তায়।

সিলেট, ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯

CamScanner

পূর্ণিমার রাতে

পূর্ণিমার ধবল জোছনায় সাঁতার কাটতে কাটতে
মুহূর্তেই পৌঁছে যাই তোমার কাছে।
জোছনার শুভ্র চাদরে মুড়ে
দু'জনে একাকী বসি
তরুণীর সুদৃঢ় স্তনের মতো
মসৃণ কোনও টিলার ওপর,
প্রকৃতির একান্ত সান্নিধ্যে।
তারপর কথা বলি নিজেদের মতো করে অপ্রাকৃত ভাষায়।
শব্দ বা ধ্বনির মাধ্যমে নয়,
এক অস্ফুট-অশ্রুত ভাষায়
কথা বলি আমরা,
কথা বলি চোখে চোখ রেখে
ঠোঁটে ঠোঁট আর জীবনে জীবন,
কথা বলি হৃদয়ের অপার্থিব অমরায়।
মুহূর্ত তখন ঠাঁই নেয় মহাকালে,
সময়ের স্রোত স্থির হয়ে যায়
আমাদের মিলন মোহনায় এসে।
আর আমরা,
নিমেষে ব্যাপ্ত হয়ে যাই
বর্তমান থেকে ভবিষ্যৎ,
পল-দণ্ড থেকে অনন্ত মহাকালে।

সিলেট, ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯

CamScanner

ইচ্ছে হয়

মহাভারতের সময় থেকে নেমে এসে
এখনও দুঃশাসনেরা
এ-যুগের দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করে,
এখনও দুর্যোধন প্রকাশ্যে তাঁর নগ্ন উরু দেখায়,
এখনও নির্বোধ যুধিষ্ঠিরেরা
জীবনের জুয়ায় দান ধরে অসহায় স্ত্রীকে।

কালের সাথে গড়িয়ে চলে না সময়;
বরং সময় স্থির হয়ে থাকে দুঃখ-বিষাদের উল্লম্বরেখায়।
দরিদ্র-দুর্বল যারা
তারা চিরকালই শক্তিমানের খেলার ঘুঁটি হয়,
ভৃত্য চিরকালই ভৃত্য থাকে,
অসহায়েরা পণ্য হয় বণিকের হাতে।

কিন্তু কখনও কখনও
অগ্নিগিরিতে আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাত ঘটে,
ঈশানের পুঞ্জমেঘ তুমুল ঝড় হয়ে আসে;
ঝড়ের তাণ্ডবে সবকিছু তছনছ হয়,
আগুনের লেলিহান শিখায়
ভস্মীভূত হয় জীবনের সমূহ জঞ্জাল।

তাই মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়
আমিও ঝড় হই তুমুল তাণ্ডবের,
অগ্নি হই সব অশুভ-আঁধার ভস্মীভূত করা।
তারপর সেখানে নিশ্চিতই দেখা দেবে
সমস্ত প্রান্তর আলোকিত করা এক নতুন সূর্যোদয়।

সিলেট, ১৫ মার্চ ২০২০

স্বপ্ন দেখি একটি প্রার্থিত ভোরের

মানুষের জন্ম স্বাধীনতার স্বপ্নকে লালন করে,
মুক্তির মন্ত্রকে হৃদয়ে ধারণ করে।
জন্মের মুহূর্তে
তাই সে তারস্বরে ঘোষণা করে নিজের অস্তিত্ব,
তার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা।
কিন্তু জন্মের পর থেকেই একটু একটু করে শৃঙ্খলিত হয় মানুষ,
বাঁধা পড়ে যায় নানাবিধ অধীনতাপাশে;
সময়ের সাথে এই বন্ধন-শৃঙ্খল ক্রমশ আরো দৃঢ় হয়
আরো বিশাল-বিস্তৃত হয়,
এই শৃঙ্খল অক্টোপাসের মতো ঘিরে ধরে মানুষের সমস্ত জীবন।
মানুষ বন্দি হয়
বিবিধ নীতি-নিয়মের জালে, পরাধীনতার শৃঙ্খলে।

'মুক্তি' তাই মানুষের চিরকালীন আকাঙ্ক্ষা,
'স্বাধীনতা' মানুষের সবচেয়ে প্রার্থিত ধন।
মানুষ তাই এই প্রাপণীয় অর্জনের জন্য
নিজেকে ব্যাপৃত রাখে এক নিরন্তর সংগ্রামে।

একাত্তরে আমরা স্বাধীন হয়েছি,
পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।
কিন্তু এখনও নানা অপশক্তি ঘিরে রাখে আমাদের
এখনও আমরা বন্দি নানা অদৃশ্য শৃঙ্খলে।
এখনও তাই হৃদয়ে লালন করি স্বাধীনতার দুর্মর আকাঙ্ক্ষা,
স্বপ্ন দেখি প্রকৃত মুক্তির।

স্বাধীনতাকে চাই বলেই
আজো আমি মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে
সমস্ত অপশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাই রাত্রিদিন,
আজো স্বপ্ন দেখি আঁধার-তাড়ানিয়া সূর্যোদয়ের
স্বপ্ন দেখি একটি প্রার্থিত ভোরের।

সিলেট, ১৫ মার্চ ২০২০

CamScanner

জন্মদিন-মৃত্যুদিন

জন্মদিন এলে
ক্রমশ কাছে আসে মৃত্যুদিনও,
নববধূর মতো আড়াল থেকে সেও উঁকিঝুঁকি মারে,
হাজিরা দিতে চায় জীবনের আঙিনায়।
তবে, আমরা বরণ করি জন্মদিনকেই,
আর ভুলে থাকি মৃত্যুদিনের অস্তিত্ব।

জন্মের সাথে
মানুষের ইচ্ছে-অনিচ্ছে বা কর্মের কোনো সম্পর্ক নেই,
কিন্তু মৃত্যুর সাথে কখনো সখনো থাকে;
তারপরও মানুষ,
জন্ম নিয়ে
জন্মের কাহিনি নিয়েই উচ্ছ্বসিত হয়,
রচনা করে জন্মেরই ইতিহাস;
মৃত্যুর কথা উপেক্ষিতই থেকে যায়।
কারণ,
মৃত্যু অনিবার্য হলেও,
মৃত্যু নয়, জীবনই প্রধান;
মৃত্যুকে ছাপিয়ে তাই
অবিরাম ছুটে চলে অনন্ত জীবনের রথ।
তথাপি, জন্ম ও মৃত্যু এক সূত্রে গাঁথা,
এক তারেই বাঁধা তাদের জীবন চলার পথ;
কিছুটা অগ্র-পশ্চাৎ হলেও
একই ধারাস্রোতে আসে জন্মদিন-মৃত্যুদিন।
এই অনিবার্য সত্যকে মানি বলেই
নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিই
জন্মদিনের উৎসবমঞ্চে মৃত্যুদিনের গোপন অস্তিত্বও।

সিলেট, ২৮ জানুয়ারি ২০২২

CamScanner

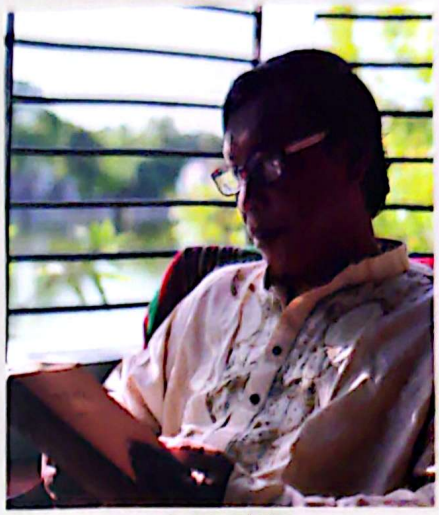

এ কে শেরাম

জন্ম ১৯৫৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি (জন্মকোষ্ঠী অনুযায়ী) বাংলাদেশের হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলাধীন ১নং গাজিপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত গোবরখোলা গ্রামে। পিতা– নবকিশোর সিংহ ও মাতা– থাম্বাল দেবী। বর্তমানে ৩৫/বি কলকাকলী, লালাদিঘির পূর্বপাড়, সিলেট-৩১০০-এর স্থায়ী বাসিন্দা। বাণিজ্য ও আইনে স্নাতক ডিগ্রিধারী এ কে শেরাম সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ প্রগতি লেখক সংঘ, সিলেট; জাতীয় কবিতা পরিষদ, সিলেট; বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদ এবং মণিপুরী ভাষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থার সভাপতিসহ আরও বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যুক্ত আছেন বিভিন্ন পদমর্যাদায়।

দেশে এবং দেশের বাইরে, বিশেষত ভারতের মণিপুর, আসাম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ ও মেঘালয় রাজ্যে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন অনেকবার। মণিপুরী ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩৮টি। সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এওয়ার্ড ও সম্মাননা পেয়েছেন ১৭ টি। বিবাহিত। স্ত্রী চন্দ্রা দেবী। এক কন্যা ও এক পুত্রের জনক।

aksheram2@gmail.com

CamScanner

Valobasar Kachhe Jonmonotojanu Ami
Collection of poems by A K Sheram
Published by TEURI PROKASHON
Ekushe Boimela 2022
ISBN : 978-984-424-031-5
Price : 175/-

CamScanner